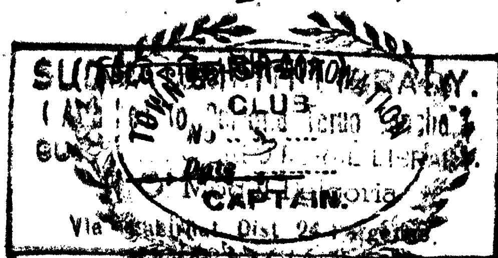
দিনে ডাকাতি



প্রসিদ্ধ "গোয়েন্দা [illegible]

শরচ্চন্দ্র সরকার-সঙ্কলিত।

তৃতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।
২২ নং বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীট
"বাণীপুস্তকালয়" হইতে
শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

মূল্য ।৵ আনা।

এম্‌, ডি, প্রেসে
শ্রীগোপাল চন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত।
১২ নং গোপীকৃষ্ণ পালের লেন, কলিকাতা।
সন ১৩১৯ সাল।

প্রসিদ্ধ "গোয়েন্দা-কাহিনী" পর্য্যায়।

সাবাস চুরি	।০
উইল জাল	।৵০
রঘুডাকাত (সচিত্র)	১৲
ডবল খুন	।৵০
হরতনের নওলা	১৲
শিবে-ডাকাত	।৵০
সাফাই চুরি	।০
গুমখুন্	।০
তীর্থে বিভ্রাট্	।/০
এ রমণী কে ?	।।৵০
বিষম খুন	।০

শরৎচন্দ্র সরকার সঙ্কলিত।

অন্ধ ভিখারী	।০
ভীষণ নারীহত্যা	।০
ভীষণ ভ্রাতৃহত্যা	।০
মৃত্যু-রঙ্গিনী	১৲
বাহাদুর চোর	।৶০
রমণী-হৃদয় রহস্য	৸৵০
জাল জমিদার	।০
চতুরে চতুরে	১
চোর ও পুলিশ	।০
চোর চক্রবর্ত্তী	।০
আদল-বদল	।০

বাণীপুস্তকালয়।
শ্রীকৃষ্ণ ভট্টাচাৰ্য্য
২২ নং বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীট,
পোঃ বাগবাজার,
কলিকাতা।

দিনে-ডাকাতি

—•○*⁂*○•—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গোয়াবাগানে শ্রীহরিমোহন দত্ত নামে একজন ধনাঢ্য লোক বাস করিতেন। পুত্র কন্যায় তাঁহার প্রায় পাঁচ ছয়টী অপত্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ একটী কন্যা ব্যতীত সকলেই অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। সুতরাং হরিমোহন বাবু, কন্যা মৃণ্ময়ীর প্রতি সাতিশয় স্নেহশালী ছিলেন। একদণ্ডও তাহাকে চক্ষের অন্তরাল করিতেন না।

কাল সহকারে মৃণ্ময়ী বয়ঃপ্রাপ্তা হইল। তাহাকে পরের ঘরে পাঠাইয়া হরিমোহন বাবু ও তাঁহার পত্নী কি প্রকারে জীবন ধারণ করিবেন তাহাই বিশেষ চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিল। যখন মৃণ্ময়ীর বয়ঃক্রম একাদশ বর্ষ উত্তীর্ণপ্রায় তখন একদিন হরিমোহন বাবুর পত্নী তাঁহাকে কহিলেন,—"আর কত দিন মেয়ের মায়ায় আবদ্ধ থাকিবে? আর তো বিবাহ না দিলে ভাল দেখায় না, লোকে বলিবে কি?"

"লোকে কি বলিবে, তাহা ভাবিবার সময় পাই কই?"

"কেন কি এমন রাজকার্য্য লইয়া তুমি এত ব্যস্ত যে, লোকে কি বলিবে না বলিবে, তাহাও ভাবিবার সময় পাও না?"

"না, আমি সে কথা বলিতেছি না। কন্যার বিবাহের কথা হইলেই আমার দারুণ ভাবনা হয়—অন্য কথা আর ভাবিতে পাই না।"

"কেন? তোমার আবার মেয়ের বিবাহ দিতে ভাবনা কি? তোমার তো আর অর্থের অভাব নাই।"

"অর্থের ভাবনাই কি বড় হইল? অন্য ভাবনা বুঝি থাকিতে নাই?"

"কি এত ভাবনা, সেটা খুলিয়াই বল না কেন?"

"একটী একটী ক'রে আমাদের সকলগুলিই গিয়েছে। 'মেনা' * ছাড়া এ সংসারে আর আমাদের কে আছে বল দেখি?"

"ও—তাই! ওমা! তা'বলে কি মেয়ের বিয়ে দিতে হবে না। ও কি চিরকাল আইবুড়োই থাকিবে?"

"যাক, সে কথা পরে বিবেচনা করা যাবে, এখন অন্য কথা কও।"

"অন্য কথা আর কি কহিব? 'মেনা' এই বার বৎসরে পড়্‌বে—তার বাড়ন্ত গড়ণ, আর কি রাখা যায়? এতেই লোকে যায় কত কাণাঘুষা কর্‌ছে?"

"লোকে তো আর আমার ব্যথা বুঝে না। তারা তো জানে না, আমি কতগুলিকে খেয়ে, কত ঠাকুর দেবতার পূজা দিয়ে তবে ঐ সবে ধন নীলমণিটীকে বাঁচিয়ে রেখেছি। মা আমার সতী লক্ষ্মী। এ লক্ষ্মীকে আমি কার ঘরে পাঠিয়ে দেব বল?"

"তুমি যে মেয়ে মানুষের মত কথাবার্ত্তা কহিতে আরম্ভ করিলে? যে সকল কথা আমার মুখ দিয়ে বাহির হওয়া উচিত ছিল তোমার মুখে সেই সকল কথা—"

---

* মৃণ্ময়ীকে হরিমোহন বাবু এবং তাঁহার পত্নী "মেনা" বলিয়া ডাকিতেন।

হরিমোহন বাবু একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন, দেখিয়া তাঁহার পত্নী আর কিছু বলিলেন না, সেদিনকার মত কন্যার বিবাহের কথা চাপিয়া গেলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সে দিনকার মত কথাটা চাপা পড়িল বটে কিন্তু একেবারে চাপা পড়িল না। দুই চারিদিন পর গৃহিণী পুনরায় সেই কথা তুলিলেন, অনেকের দোহাই দিলেন, আত্মীয় স্বজন পাড়ার লোকে অনেক নিন্দাবাদ করিতেছে সে কথাও বলিলেন। এইরূপেও দুইচারি দিন কাটিয়া গেল, তথাপি হরিমোহন বাবু সম্মত হইলেন না। তাঁহার ইচ্ছা, একটী ঘর জামাই করিয়া কন্যার বিবাহ দেন। কেননা মৃণ্ময়ীকে পরের বাড়ী পাঠাইতে তাঁহার মন সরে না।

যখন আত্মীয় স্বজনের মধ্যে 'জাতি যাইবে' 'জাতি যাইবে' সকলের মুখে তিনি এই কথা শুনিতে লাগিলেন, তখন অগত্যা তাঁহাকে সম্মত হইতে হইল। ঘর জামাই করিয়া রাখিবার জন্য অনেক পাত্র অনুসন্ধান করিলেন কিন্তু তেমন সদ্বংশজাত সদ্বিদ্বান্ সুপাত্র পাওয়া গেল না।

পাত্র দেখিতেও ছয়মাস কাটিল; তথাপি তাঁহার একটীও পছন্দ হইল না দেখিয়া, গৃহিণী বড় বিরক্ত হইলেন। কিন্তু কি করিবেন? উপায় থাকিলে, তিনি স্বয়ং তাহার প্রতিবিধান করিতেন। একদিন সময় বুঝিয়া, হরিমোহন বাবুর নিকট আবার তিনি কন্যার বিবাহের কথা তুলিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—

"তুমি আমায় সত্যি করে বল্‌তে পার, তোমার মেয়ের বিবাহ দিবার ইচ্ছা আছে কি না? পাত্র দেখিয়া দেখিয়া অরুচি ধরাইয়া দিতেছ, তোমার এ পোড়া পাত্র দেখা ব্রত ঘুচিবে কবে? তোমার সঙ্গে আর যাঁরা পাত্র দেখিতে যান্, তাঁদের পছন্দ হয়, আর তোমারই বা হয় না কেন? তুমি চাও কি, ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র, দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়, না বসন্ত সখা কন্দর্পকে জামাতা করিবে? তোমার মনের কথাটা কি, আমায় ভাঙ্গিয়া বলিতে পার?"

হরিমোহন বাবু, পত্নীর এইরূপ কথা, এরূপ বিরক্তিভাব, এরূপ অভিমানপূর্ণ বচন, এরূপ সগর্ব্ব প্রশ্ন, এবং নাসিকার হীরক খচিত স্বর্ণ নথের দোলনি, ইহার পূর্ব্বে আর কখনও দেখেন নাই।

কৈলাসেশ্বর, সতীকে দক্ষালয় যাইতে নিষেধ করাতে, সতীর দশমহাবিদ্যা সন্দর্শনে যতটা ভীত ও বিচলিত হইয়াছিলেন, হরিমোহন বাবু পত্নীর শ্রীমুখ বিনির্গত তিরস্কার সূচক কথার সঙ্গে সঙ্গে সেই বদন-কমলে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের রেখাপাতে, একাধারে দশমহাবিদ্যা সন্দর্শন করিয়াও মহাদেবের ন্যায় শঙ্কিত হয়েন নাই, ইহা সত্যের খাতিরে আমরা বলিতে বাধ্য। হরিমোহন বাবু গৃহিনীর কিছু বেশী অনুরক্ত না?

হরিমোহন বাবু পত্নীর কথাগুলি ভাল করিয়া শুনিলেন; তারপর ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন—"কন্যার বিবাহ দিতে এখন আমার ইচ্ছা হইয়াছে, পূর্ব্বের ন্যায় আমার এখন আর ততটা আপত্য নাই, কিন্তু উপযুক্ত পাত্র পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া কিছু বিলম্ব হইয়া পড়িতেছে। প্রথমে ঘরে জামাই করিবারই কল্পনা করিয়াছিলাম কিন্তু তেমন মনের মত সদ্বংশ-

জাত পাত্র মিলিল কই? এখন মায়া কাটাইয়া পরের ঘরে পাঠাইতেও স্বীকৃত হইয়াছি কিন্তু এই কলিকাতা সহরটার মধ্যে আমার মনের মত পাত্র পাওয়া গেলে তো? হয়তো দু'একটা গরীব গৃহস্থের ঘরে মনের মতন ছেলে পাওয়া যায় কিন্তু আমাপেক্ষা হীনাবস্থার লোকের সহিত কুটুম্বিতা করিতে আমার প্রবৃত্তি হয় না।"

"এখন তোমার মনের মত নিখুঁত পাত্রটী যদি দু'চার বৎসরের মধ্যে খুঁজে না পাওয়া যায়, তা'বলে কি বুড়ো আইবুড়ো মেয়ে ঘরে বসিয়ে রাখ্‌বে?"

এইরূপে অনেক বাদানুবাদের পর স্থির হইল যে, হরিমোহন বাবু গত ছয় মাসের মধ্যে যে কয়টী পাত্র দেখিয়াছেন, তাহাদেরই মধ্যে বিশেষ বিবেচনা করিয়া একজনকে নির্ব্বাচিত করিবেন এবং যত সত্বর সম্ভব কন্যার বিবাহ দিবেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অল্প দিনের মধ্যেই পাত্র স্থির হইল। হরিমোহন বাবু পাকা দেখিয়া আসিলেন এবং তৎপর দিন বরপক্ষ হইতে মৃন্ময়ীকে পাকা দেখিতে আসিবে এ কথা গৃহিণীকে শুনাইলেন।

গৃহিণীর আর আনন্দ ধরে না—তিনি কর্ত্তার সম্মুখে অধিকক্ষণ অপেক্ষা না করিয়াই একেবারে রন্ধনশালায় উপস্থিত হইলেন। তথায় তিনি প্রায় পদার্পণ করিতেন না; কিন্তু আজ সহসা প্রফুল্লচিত্তে হাসি মুখে তাঁহাকে তথায় সমাগতা দেখিয়া অন্যান্য রমণীগণ বিস্মিতা হইলেন। তিনি যখন তাঁহাদের নিকটে

মৃন্ময়ীর বিবাহের কথা আদ্যোপান্ত বলিলেন। মৃন্ময়ী তথায় বসিয়াছিল, সে বিবাহের কথা শুনিয়া ছুটিয়া পলাইল।

যথা সময়ে বর পক্ষ হইতে পাঁচ ছয় জন ভদ্র লোকের শুভাগমন হইল, অন্তঃপুরে কন্যা সাজাইবার জন্য একটা মহা গণ্ডগোল পড়িয়া গেল। হীরে জহরৎ, মণি মুক্তা ও স্বর্ণলঙ্কারে মৃন্ময়ীর দেহ আপাদ মস্তক ভরিয়া গেল। মৃন্ময়ীর মাতা কহিলেন—"তোরা ঐ ক'খানা গয়নাতেই আমার মেয়ের গা ভরিয়ে দিলি, আর সব হীরে জহরতের গয়না পরাবি কোথায়?"

একজন প্রতিবাসিনী কহিল,—"এর উপর আর বেশী গয়না পরাতে গেলে, মেয়ে একপাও চলিতে পারিবে না।"

মৃন্ময়ীর যত রকমের অলঙ্কার ছিল, তাহা সমস্ত তাহাকে পরাইতে পারা গেল না দেখিয়া, গৃহিণী কিছু দুঃখিতা হইলেন; ওদিকে বাহিরে বড় ডাকা-হাকি পড়িয়া গেল, মৃন্ময়ীকে পাঠাইয়া দিবার জন্য চাকরের উপর চাকর আসিতে লাগিল, কাজে কাজেই আভরণ-বিভূষিতা মৃন্ময়ী বাহিরে গেল। প্রশ্নের পর বরকর্ত্তা মৃন্ময়ীর হস্তে দশটী মোহর দিয়া পাকা দেখা কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। ভীতা, সঙ্কুচিতা, মৃন্ময়ী তখন ধীর পাদ বিক্ষেপে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। হরিমোহন বাবু ভাবী কুটুম্বগণের যথারীতি অভ্যর্থনা ও আহারাদির বন্দোবস্ত করিবার জন্য বড় ব্যস্ত হইলেন।

সেই সময় বাড়ীর ভিতরে একটা মহা গোলযোগ হইল সংবাদ পাইয়া হরিমোহন বাবু দৌড়াইয়া অন্তঃপুরে আসিলেন, শুনিলেন তাঁহার এক প্রতিবেসিনী মূর্চ্ছাগতা হইয়াছেন। তিনি কহিলেন—"তোমরা এত গোল করিও না। বাহিরে যাঁহারা আসিয়াছেন, তাহা হইলে তাঁহারা আহারাদি না করিয়াই চলিয়া

যাইবেন, আমার এত আয়োজন সমস্তই বিফল হইবে। উঁর দেখিতেছি মূর্চ্ছাগত বাই আছে; লোকের ভিড়ে গোলমালে হঠাৎ সেই রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন; মুখে হাতে জল দিলেই এখনি সচেতন হইবেন।”

অন্যান্য প্রতিবেসিনী রমণীগণ তখন আর গোলমাল না করিয়া সেই মূর্চ্ছাগতা রমণীর মুখে জলসিঞ্চন করিতে লাগিলেন।

আভরণ-বিভূষিতা মৃন্ময়ী সেই গোলমালে পড়িয়া, সেই স্থলে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। হরিমোহন বাবু তাহাকে কহিলেন—“মা! এক গা গয়না পরে তুমি আর দাঁড়িয়ে কেন? গয়না-টয়না সব উপরে তোমার ঘরে খুলে রেখে বাক্সবন্দী করে, ফিরে এসে এখানে দাঁড়িও।”

মৃন্ময়ী পিতার কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ একাকিনী উপরে উঠিল। আর কেহ তাহার সঙ্গে গেল না। সকলেই সেই মূর্চ্ছাগতা রমণীকে ঘেরিয়া দণ্ডায়মান রহিল।

হরিমোহন বাবু বহির্ব্বাটীতে চলিয়া গিয়া আবার বরপক্ষীয় ভদ্রলোকগণের আদর অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। যেন কিছু হয় নাই—যেন উদ্বেগের কোন কারণ নাই।

মৃন্ময়ী তাড়াতাড়ি নিজ কক্ষ-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দ্বারদেশে অর্গল বদ্ধ করিয়া, গায়ের কাপড় ও অলঙ্কার রাশি খুলিয়া ফেলিল, তাড়াতাড়ি তাহা একটা টিনের বাক্স-মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া, কক্ষদ্বারে চাবি দিয়া নীচে নামিয়া আসিল। আসিয়া দেখে সেই মূর্চ্ছাগতা রমণীর চৈতন্য হইয়াছে, তিনি চক্ষুরুন্মিলন করিয়াছেন কিন্তু তখনও কথা কহিতে পারিতেছেন না। মৃন্ময়ীর মাতা নাসিকার নথ নাড়িতে নাড়িতে নানা প্রকার হুকুম চালাইতেছেন। ইহাকে একটা কাজের ফরমায়েস্ করিতেছেন, উহাকে একটা

ফরমায়েস্ করিতেছেন; আসল কথা, সংজ্ঞাহীনা রমণীকে চক্ষু রুন্মিলন করিতে দেখিয়া তবে তাঁহার মুখে কথা ফুটিয়াছে; এতক্ষণ বাক্‌শক্তিহীন জড়পিণ্ডের ন্যায় তথায় দণ্ডায়মানা ছিলেন এবং "দুর্গা" নাম জপ করিতেছিলেন। শুভকার্য্যে এরূপ বিঘ্ন সন্দর্শনে তিনি নানাপ্রকার আশঙ্কা করিতেছিলেন এবং বাক্‌শক্তি রহিত হইয়া ছিলেন। মৃন্ময়ী এই সময়ে তথায় ফিরিয়া আসিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বর-পক্ষীয় ভদ্রলোকগণের পান ভোজনাদি সমাপ্ত হইলে পর, তাঁহারা বিদায় গ্রহণ করিলেন। হরিমোহন বাবুও অন্তঃপুরে আসিলেন।

অন্তঃপুরে আসিয়া, তিনি যাহা শুনিলেন, তাহাতে তাহার মস্তক ঘূর্ণায়মান হইল, তিনি অন্ধকার দেখিলেন।

ব্যাপারটী কি, তাহা শ্রবণ করিবার জন্য, পাঠক মহাশয়ের বোধ হয় বিশেষ আগ্রহ জন্মিতে পারে। সেই জন্য অন্য কথা না বলিয়া একেবারে প্রকৃত কথা বলাই ভাল।

হরিমোহন বাবু শুনিলেন যে, তাঁহার কন্যা মৃন্ময়ীর সমস্ত অলঙ্কারে, (যাহার মূল্য প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা, যাহা মৃন্ময়ী তাড়াতাড়ি খুলিয়া সম্মুখস্থ একটা টিনের বাক্সের মধ্যে রাখিয়া, নিজ কক্ষে চাবি দিয়া নীচে নামিয়া গিয়াছিল) সেই টিনের বাক্সটী, সায় সমস্ত অলঙ্কার সমেত অপহৃত হইয়াছে। ঘরের দরজা মৃন্ময়ী যেমন আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছিল, ঠিক সেইরূপই আবদ্ধ রহিয়াছে, অথচ বাক্স সমেৎ অলঙ্কার নাই।

আশ্চর্য্য ব্যাপার!—দিনে ডাকাতি।

হরিমোহন বাবু মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। গৃহিণী ও মৃন্ময়ী তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে হরিমোহন বাবু প্রকৃতিস্থ হইলে, তিনি কহিলেন, "থাক্ তোমরা এখন কেহ কিছু গোলযোগ করিও না। আমি বাড়ীর দুই দরজা বন্ধ করিয়া দিবার হুকুম দিতেছি, কোন লোক আমার অনুমতি ভিন্ন বাহিরে যাইতে না পায়। তার পর যাহা করিবার তাহা আমি করিতেছি।"

এই বলিয়া তিনি বাহিরে চলিয়া গেলেন। তাঁহার আদেশ মত বাড়ীর অন্তঃপুর ও বাহিরের দরজা বন্ধ হইয়া গেল। বাটীতে যাহারা ছিল তাহারা আর কেহ বাহির হইতে পাইল না। হরিমোহন বাবু একজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর হস্তে একখানি পত্র দিয়া কহিলেন, "তুমি একখানি সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ীভাড়া করিয়া এখনি ডিটেক্‌টিভ্ (গোয়েন্দা) আফিসে যাও এবং সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট সাহেবকে আমার এই পত্রখানি দাও। পত্র পাঠ করিলেই তিনি তোমার সঙ্গে একজন সুদক্ষ গোয়েন্দা পাঠাইয়া দিবেন। তুমি সেই গোয়েন্দাকে লইয়া যত শীঘ্র সম্ভব ফিরিয়া আসিবে।"

কর্ম্মচারি "যে আজ্ঞা" বলিয়া চলিয়া গেল। হরিমোহন বাবু পুনরায় মস্তকে হাত দিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

মৃন্ময়ীর গাত্রে যে সকল অলঙ্কার পরান হইয়াছিল, তাহা সমস্তই তাহার নহে। কতকগুলি মৃন্ময়ীর মাতাঠাকুরাণীর কতকগুলি তাহার মাসতুতো পিসতুতো ভগ্নীগণের এবং কতকগুলি অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের। ধনবান হউন, আর দরিদ্রই

হউন, এ অভ্যাসটা বাঙ্গালী রমণীর চিরাগত দোষ। মৃন্ময়ীর নিজেরেও প্রায় পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকার অলঙ্কার ছিল, শুধু সেইগুলি পরিলেই যথেষ্ট হইত কিন্তু ঐ যে স্ত্রীলোকের কেমন একটা রোগ, মনে করে বেশী গহনা পরিলেই বুঝি বেশী সৌন্দর্য্য হইবে। তাই তাহার আত্মীয় স্বজনগণ যাহার যেখানি ভাল ও মূল্যবান অলঙ্কার সে সেইখানি নিজ অঙ্গ হইতে উন্মোচন করিয়া মৃন্ময়ীকে পরাইয়াছিল, আর মনে করিতে-ছিল তাহার অলঙ্কার খানিই মৃন্ময়ীর গাত্রে সর্ব্বাপেক্ষা মানাই-য়াছে। অলঙ্কার প্রিয়তা দোষ বাঙ্গালী রমণীর যত অধিক এতটা আর কুত্রাপি দেখা যায় না।

ক্রমে ক্রমে কাণাঘুষা করিতে করিতে চুরির কথাটা এক-রকম প্রকাশ হইয়া পড়িল। যে সকল স্ত্রীলোকগণ নিজ অঙ্গের আভরণ উন্মোচন করিয়া মৃন্ময়ীকে পরাইয়াছিল, তাহারা একে-বারে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। কি করিয়া বাড়ী ফিরিয়া গহনা হারাণর কথা বলিবে, বলিলেও কত তিরস্কৃত হইবে, তখন তাহারা কেবল তাঁহাই ভাবিতে লাগিল। কাহা-রও স্বামী কিছু উদ্ধত প্রকৃতির, সে কেবল সেই ভীষণ মূর্ত্তি-রই ছায়া দেখিতে লাগিল। কাহারও শ্বশ্রূঠাকুরাণী বড় কড়া হাকিম, সে কেবল গঞ্জনার কথাই চিন্তা করিতে লাগিল। বাড়ীতে ফিরিয়া গেলেই অবশ্য তিনি জিজ্ঞাসা করিবেন অমুক জিনিষটা কোথায় গেল? তখনি কি উত্তর দিবে? কেমন করিয়া বলিবে যে, সে সাধ করিয়া তাহা খোয়াইয়াছে। এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা করিতে লাগিল।

হরিমোহন বাবু পত্নীকে বলিয়া গিয়াছিলেন, বাহিরে কথাটা প্রকাশ না হয়, কেহ না জানিতে পারে। পল্লীর স্ত্রীলোকের

পেটে কথা থাকিবে না” ইহা সত্যবাদী যুধিষ্ঠিরের অভিসম্পাত অন্যথা করে সাধ্য কার?

হরিমোহন বাবুর পত্নী প্রথমে একজন আত্মীয়কে চুপি চুপি কাণে কাণে অলঙ্কার চুরির কথাটা বলিলেন এবং নিষেধ করিয়া দিলেন যে যেন কথাটা প্রকাশ না করে। সে রমণীকে যদি প্রকাশ করিতে নিষেধ করা না হইত, তাহা হইলে হয়তো সে কথাটা প্রকাশ না করিলেও করিতে পারিত; কিন্তু যেমন তাহাকে নিষেধ করা হইল, অম্‌নি যেন দিব্য দিয়া বলিয়া দেওয়া হইল, কথাটা প্রকাশ করিতেই হইবে; অর্থাৎ প্রথমে সে কাহাকেও কিছু বলিল না, কথাটা তাহার প্রাণ-সাগরে হাবু-ডুবু খাইতে লাগিল—তারপর, সে ভাবিল, সে যাহাকে বলিবে সে কি আর প্রকাশ করিবে? সুতরাং তাহার অতি বিশ্বাসী কোন আত্মীয়ার নিকট প্রথম অলঙ্কার অপহৃত হওনের কথাটা প্রকাশ করিল এবং তাহাকে হাতে ধরিয়া নিষেধ করিয়া দিল—“দেখিস্ ভাই! এ কথা এখন কাউকে বলিসনি—বড় শক্ত কথা? কেহ না জানিতে পারে? মেনার মা আমার হাতে ধরে বারণ করে দিয়েছে।”

এই গুপ্তকথা শুনিয়া পূর্ব্বোক্ত রমণীর যে দশা হইয়াছিল, এ রমণীরও সেই অবস্থা ঘটিল। কথাটা চাপিয়া রাখিতে তাহারও ক্লেশ বোধ হইতে লাগিল। কাজে কাজেই অলঙ্কারের কথাটা ক্রমে ২ সকলের কাণে কাণেই ফিরিতে লাগিল; কিন্তু তখনও “দেখো ভাই! তোমায় আমি বল্লেম তুমি এখন এ কথা কারুর কাছে প্রকাশ কর না” প্রভৃতি নিষেধ বাক্য নিবৃত্তি পাইল না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

যখন বাড়ীর সকলেই প্রায় জানিতে পারিল, সেই সময় মৃন্ময়ী তাহার মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হ'বে মা!"

তাহার মাতা কোন কথা কহিলেন না। মৃন্ময়ী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—"হ্যাঁ মা! পরের গহনাগুলির কি সব গুণো-গার দিতে হবে?"

মাতা। তা' দিতে হবে বৈ কি মা! আমাদের বাড়ীতে চুরি গেল, তারাতো আর হারায় নাই।

মৃণ্ময়ী। বাবা কি তা'হলে বড় গরীব হয়ে যাবেন?

মাতা। একেবারে গরীব হয়ে যদিও না যান, তথাপি এতে যে তাঁকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে তার আর কোন ভুল নাই।

মৃণ্ময়ী। তবে কি হবে?

মাতা। আমিও তো তাই ভাবি—

এমন সময়ে দুইজন প্রতিবেসিনী ও দুই একজন আত্মীয়া রমণী তথায় উপস্থিত হইলেন। যাঁহারা অপরের মুখে গহনা চুরির কথাটা শুনিয়াছিলেন, তাঁহারা নিঃসঙ্কোচে মৃন্ময়ীর মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি?" যে সকল রমণীগণ নিজ গাত্রের বহুমূল্য অলঙ্কার খুলিয়া মৃন্ময়ীকে পরাইয়াছিলেন, তাঁহারা শুষ্কবদনে চিন্তাকুল নেত্রে মৃন্ময়ীর মাতার প্রতি চাহিয়া কহি-লেন, "তাইতো আমরা বাড়ী গিয়ে কি করে এ কথা বলিব, আর তাঁহারা শুনিয়াই বা কি বলিবেন।"

মৃন্ময়ীর মাতা সকলের কথাই শুনিলেন, সকলকেই বুঝাই-লেন এবং শেষে বলিলেন, "কি করিব বল মা। এতে তো

আর আমার কোন অপরাধ নেই। তবে আমি এই পর্য্যন্ত বলতে পারি যে চোর ধরিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করা হবে। তাতে যদি জিনিষ না পাওয়া যায়, তাহলে যার যে গহনা খোয়া গিয়েছে, আমি আবার সেই জিনিষ তাকে কিনে দেবো। সে বিষয়ে কোন চিন্তা নেই।

তখন যাহাদের বহুমূল্য অলঙ্কার অপহৃত হইয়াছিল, তাহাদের প্রাণে আশার সঞ্চার হইল—যেন মৃতদেহে জীবন পাইল।

হরিমোহন বাবু এই সময়ে অন্তঃপুরে একবার দেখা দিলে। যে সকল রমণীগণ সেখানে ছিল, তাহারা অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া প্রস্থান করিল।

হরিমোহন বাবু তখন কথঞ্চিত রুষ্টভাবে কহিলেন, "এই তোমায় নিষেধ করিয়া গেলাম, তবুও তুমি আমার কথা শুনিলে না? কথাটা ইহারই মধ্যে বেশ গোল করিয়া তুলিয়াছ দেখিতেছি; কেন, আর একটু অপেক্ষা করিতে পারিলে না? আমি কি করি, কেন তোমায় নিষেধ করিলাম, বাহিরে গিয়া আমি কি করিতেছি, এ সকল কি তোমার দেখা উচিত ছিল না? তুমি এই রকম করিয়া যদি কথাটা গোলমাল করিয়া না ফেলিতে, তাহা হইলে, হয়তো তাহা উদ্ধারের উপায় থাকিত, কিন্তু এখন যে কি হইবে তাহা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তোমার দোষেই আমার সর্ব্বনাশ হইতে হইল।"

গৃহিণী তখন আপনার অপরাধ বুঝিতে পারিলেন। আপনাকে তিরস্কারের উপযুক্ত পাত্রী বুঝিয়া নতমুখে ধীরে ধীরে কহিলেন, "আমার দোষ হইয়াছে তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি। কথাটা ইহারই মধ্যে এতটা গোল হইয়া পড়িবে, তাহা আমি জানিতাম না।"

হরিমোহন বাবু কহিলেন, "আমি যখন নিষেধ করিয়া গেলাম তখন তোমার বুঝা উচিত ছিল। তা' সে যাহা হউক যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহার তো আর এখন কোন উপায় নাই। এখন যা বলি তা' শুন।"

গৃহিণী ছল্ ছল্ নেত্রে, সভীত অন্তরে, ধীরে ধীরে কহিলেন, "বল।"

হরিমোহন বাবু কহিলেন,—"আত্মীয়-কুটুম্ব এ বাটীতে যে যে আসিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকে হল্‌ঘরে লইয়া গিয়া বসাও। ইতিমধ্যে পুলিশের লোক আসিয়া এই বাড়ী খানা-তল্লাসী করিবে। কিন্তু পুলিশের লোক যে আসিবে, এ কথা কাহাকেও বলিও না। নিষেধ করিয়া গেলাম—এবার আর আমার নিষেধ অগ্রাহ্য করিও না।"

এই বলিয়া হরিমোহন বাবু চলিয়া গেলেন। গৃহিণী এবার আর তাঁহার নিষেধ বাক্য ভুলিলেন না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

হরিমোহন বাবু যে লোকটিকে গোয়েন্দা আফিসে পাঠাইয়াছিলেন, যথা সময় সে ফিরিয়া আসিল। অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কৈ, তোমার সঙ্গে আর কেহ আসেন নাই ?"

সে লোক উত্তর দিল—"না।"

হরিমোহন বাবু বিস্মিত হইয়া কহিলেন—"সে কি ?"

"তা আমি বলতে পারি না মহাশয়। এই বাজার [illegible]

দিয়াছেন।" এই বলিয়া সেই লোকটী তাহার জামার পকেট হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া হরিমোহন বাবুর হস্তে প্রদান করিল।

অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে তিনি পত্রের আবরণ উন্মোচন করিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন,—

মহাশয়!

"আপনার পত্রে সমস্ত বিবরণ অবগত হইলাম। আপনি বিশেষ চিন্তিত বা উদ্বিগ্ন হইবেন না। অল্পক্ষণ মধ্যেই একজন গোয়েন্দা আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। তিনি যে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহার উত্তর দিতে কোন প্রকার সঙ্কোচ প্রকাশ করিবেন না। তিনি গোয়েন্দা গিরিতে একজন সুদক্ষ ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী ব্যক্তি। আমি আশা করি, তাঁহার বুদ্ধিমত্তায় অচিরে আপনি অপহৃত অলঙ্কারগুলি পুনঃ প্রাপ্ত হইবেন।"

পত্র পাঠ করিয়া হরিমোহন বাবু তাঁহার সেই বিশ্বস্ত লোকটীকে বিদায় দিলেন। সে চলিয়া যাইবামাত্রই অপর একজন অপরিচিত ব্যক্তি সেই গৃহ-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

যথারীতি অভ্যর্থনা করিয়া আগন্তুক ভদ্রলোকটীকে উপযুক্ত আসনে বসাইয়া, হরিমোহন বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কি গোয়েন্দা আফিস হইতে আসিতেছেন?"

উত্তর। হাঁ।

প্রশ্ন। আপনার নাম?

উত্তর। হরিদাস।

প্রশ্ন। আপনার?

উত্তর। অত খোঁজে দরকার কি? আপনি তো আমার সঙ্গে কোন কুটুম্বিতা করিতেছেন না। আমার দরকার [illegible]

গোয়েন্দা” বলিয়া ডাকেন। ইহা বলিলেই আমার যথেষ্ট পরিচয় হইল।

হরিমোহন বাবু তখন অলঙ্কার অপহরণের কথা হরিদাস গোয়েন্দাকে বলিলেন। তিনি সমস্ত কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“আপনার এ বাটী খানি কতটা জমীর উপর নির্ম্মিত ?”

হরিমোহন। জমি প্রায় চারি বিঘা হইবে।

হরিদাস। বাটীতে পুষ্করিণী আছে ?

হরিমোহন। আছে।

হরিদাস। আপনাদের এ বাটীতে পরিবার কয়জন ?

হরিমোহন। চাকর লোক জন বাদে নয় জন।

হরিদাস। চাকর লোক জন কত ?

হরিমোহন। সতের জন।

হরিমোহন। চলুন, বাড়ীর ভিতরে আমি আপনার যাইবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছি।

হরিদাস। কি বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছেন ?

হরিমোহন। আত্মীয় স্বজন, যাঁহারা আমার কন্যার বিবাহের “পাকা দেখা” উপলক্ষে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলকেই একটী ঘরে বসিয়া থাকিতে বলিয়াছি।

হরিদাস। কি প্রকার ?

হরিমোহন বাবু তখন তাঁহার বন্দোবস্তের কথা বলিলেন। তাহা শুনিয়া হরিদাস গোয়েন্দা কহিলেন—“তাহা হইলে আমার আসার কথাটা সকলেই জানিতে পারিয়াছেন ?”

হরিমোহন। সকলেই যে জানিতে পারিয়াছেন এ কথা আমি বলিতে পারি না। তবে আমার স্ত্রীকে এ কথা বলিয়াছি বটে।

হরিদাস। তিনি হয়ত অপরের নিকট বলিতে পারেন।

হরিমোহন। তাহা বোধ হয় বলিবেন না।

হরিদাস। না বলিলে, আপনি যে হিসাবে হুকুম জারি করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের এরূপ অনুমান করাও বিচিত্র নহে।

হরিমোহন। এখন তাহা বুঝিতে পারিয়াছি।

হরিদাস। যদি বুঝিতে পারিয়া থাকেন, তাহা হইলে, এখন কি করা স্থির করিয়াছেন?

হরিমোহন। আপনি যাহা করিতে বলিবেন, তাহাই করিব।

হরিদাস। আপনার আত্মীয় কুটুম্বগণকে এ প্রকারে আবদ্ধ করিয়া রাখাটা আমার বিবেচনায় অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য হইয়াছে।

হরিমোহন। তবে কি করিব?

হরিদাস। তাঁহারা যে যেথান হইতে আসিয়াছেন, তাঁহাদের সেইখানে যাইবার জন্য খিড়কীর দ্বার খুলিয়া দিন।

হরিমোহন। আপনার খানা-তল্লাসী বা কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার আবশ্যক নাই?

হরিদাস। না।

হরিদাস গোয়েন্দার কথা শুনিয়া অগত্যা হরিমোহন বাবু তাহাই করিলেন। অনেকেই বাটী ফিরিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন, কেবল হরিমোহন বাবুর পত্নী তাঁহাদিগকে নানা কথা বলিয়া ভুলাইয়া রাখিয়াছিলেন; এখন কর্ত্তার হুকুম পাইয়া অধিকাংশ রমণীকেই বিদায় দিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

যখন বাড়ী প্রায় খালি হইয়া আসিল, সেই সময় হরিমোহন বাবু হরিদাসকে লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। যে ঘরে মৃন্ময়ী শয়ন করিত, প্রথমতঃ সেই ঘরে হরিদাস গোয়েন্দাকে লইয়া হরিমোহন বাবু উপস্থিত হইলেন।

একটী গবাক্ষ প্রদেশের নিকটবর্ত্তী হইয়া হরিদাস জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই যে পাশে পুষ্করণী দেখা যাইতেছে, উহা কি আপ- আপনার এই বাটীর সামিল?

হরিমোহন। হাঁ।

হরিদাস। পুষ্করণীর জলের অবস্থা কি প্রকার?

হরিমোহন। বড় ভাল নহে।

হরিদাস। আবার সেই দিকে চক্ষু ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—পুষ্করণীর চতুর্দ্দিকে যে নানাপ্রকার গাছ-পালা দেখা যাইতেছে, ওগুলিও আপনার সম্পত্তির মধ্যে পরিগণিত?

হরিমোহন। আজ্ঞা হাঁ।

হরিদাস। আপনার কন্যা যে টিনের বাক্সটীর মধ্যে সমস্ত অলঙ্কার আনিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই বাক্সের মত আর অন্য কোন বাক্স আপনার আছে?

হরিমোহন। আছে।

হরিদাস। আমাকে তাহা একবার দেখাইতে পারেন?

হরিমোহন। পারি।

হরিদাস। তবে দেখান।

হরিমোহন। এইখানে লইয়া আসিতে বলিব?

হরিদাস। অন্য কাহাকেও হুকুম করিবার আবশ্যক নাই—আপনি স্বহস্তে তাহা লইয়া আসুন।

হরিমোহন বাবু "যে আজ্ঞা" বলিয়া দ্রুতপদে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। হরিদাস এই অবসরে সেই গৃহটীর যেখানে যাহা কিছু ছিল, তাহা উত্তমরূপে দেখিয়া লইলেন।

হরিমোহন বাবু টিনের বাক্সটী লইয়া আসিলে, হরিদাস গোয়েন্দা কহিলেন—"আচ্ছা বাক্সটী এখন আপনি যথাস্থানে রাখিয়া আসিতে পারেন।

হরিমোহন। আর কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন।

হরিদাস। আপনার কন্যা মৃন্ময়ীকে (যদি আপনার কোন আপত্তি না থাকে) একবার আমার নিকটে ডাকিয়া আনিবেন কি?

হরিমোহন। গোপনে ডাকিয়া আনিব?

হরিদাস। না, প্রকাশ্যেই সকলের সম্মুখে ডাকিয়া আনাই উত্তম পরামর্শের কাজ।

হরিমোহন বাবু তাহাই করিলেন। মৃন্ময়ী আসিয়া হরিদাসের সম্মুখে দাঁড়াইল।

হরিদাস জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা! তুমি গায়ের সব গহনা খুলে এই ঘরে একটা টিনের বাক্সের ভিতর রেখেছিলে, না?"

ছল্ ছল্ চক্ষে মৃন্ময়ী হরিদাসের মুখপানে চাহিয়া কহিল—"হাঁ—"

হরিদাস। তখন ঘরে কে ছিল?

মৃন্ময়ী। কেহ না।

হরিদাস। তুমি যখন উপরে উঠিয়াছিলে তখন আর কাহাকেও দেখিয়াছিলে?

মৃন্ময়ী। না।

হরিদাস। কেহ তোমার সঙ্গে উপরে উঠেন নাই?

মৃন্ময়ী। না।

হরিদাস। তুমি পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিয়াছিলে?

মৃন্ময়ী। হাঁ।

হরিদাস। অলঙ্কারগুলি তাড়াতাড়ি টিনের বাক্সের ভিতর রাখিয়া বাক্সের চাবি বন্ধ করিয়াছিলে?

মৃন্ময়ী। হাঁ।

হরিদাস। ঠিক মনে আছে?

মৃন্ময়ী। আছে।

হরিদাস। তার পর আবার ঘরে চাবি দিয়ে নীচে নেমে গিয়েছিলে?

মৃন্ময়ী। হাঁ।

হরিদাস। চাবি দেওয়ার কথাটা ঠিক মনে আছে তো?

মৃন্ময়ী। আছে।

হরিদাস। যাবার সময় চাবি টেনে দেখেছিলে?

মৃন্ময়ী। হাঁ, দেখেছিলেম।

হরিদাস গোয়েন্দা তখন হরিমোহন বাবুর দিকে চাহিয়া কহিলেন—"আপনার এটা অতি চমৎকার মেয়ে।"

হরিমোহন। কেন?

হরিদাস। আমার এ কথা বলিবার বিশেষ কারণ আছে।

মৃন্ময়ী অবাক হইয়া হরিদাস গোয়েন্দার মুখপানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। "পুলিশের লোক" [illegible] বালিকার প্রাণে [illegible] হইয় [illegible] গোয়েন্দা পুলিশের [illegible]

মৃন্ময়ীও তাঁহাকে প্রথমতঃ "পুলিশের লোক" বলিয়া জানিতে পারে নাই; কিন্তু হরিদাসের নানাপ্রকার প্রশ্নে সে শেষে কতকটা অনুমান করিয়াছিল। বালিকা জানিত, "পুলিশের লোক, ঘোর অত্যাচারী, ঘোর নির্দ্দয় ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক। তাহারা আসিয়াই মার্ ধোর আরম্ভ করে, রুলের গুঁতো মারে এবং বড় গালি দেয়। সে ভাবিয়াছিল, হয়তো তাহাকেও পুলিশের লোকে আজ বড় মার ধর করিবে। ভাবিয়া ভাবিয়া তাহার মনে এই ধারণা হইয়াছিল যে, "পুলিশের লোকে, যেমন নিষ্ঠুর প্রকৃতি বিশিষ্ট, যেমন ঘোর অত্যাচারী তাহাদের চেহারাও বুঝি তাদৃশ বিষম! কিন্তু যখন সে দেখিল যে, তাহার ধারণা সম্পূর্ন ভ্রমাত্মক, তখন তাহার কথা কহিতে সাহস হইল। হরিদাস গোয়েন্দা তাহাকে যেরূপ সস্নেহ বচনে কথাবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, তাহাতে তাহার সে অন্ধ বিশ্বাস একেবারে তিরোহিত হইল।

হরিদাস জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি যখন ঘরে চাবি দিয়ে নেমে গিয়েছিলে, তখন নীচে সেই মূর্চ্ছাগতা রমণীর অবস্থা কি ঘটিল জানিবার জন্ত অতিশয় ব্যগ্র হইয়াছিলে, না?

মৃন্ময়ী। আজ্ঞা হাঁ।

হরিদাস। ঘরের জানালাগুলি, সেই তাড়াতাড়িতে বন্ধ করিয়া যাইবার সময় পাও নাই?

মৃন্ময়ী। না।

হরিদাস। জানালাগুলি এখন যেমন খোলা রহিয়াছে, তখনও ?

মৃন্ময়ী। হাঁ, জানালাগুলি বন্ধ করিয়া যাইবার আমার কোন খেয়ালই ছিল না।

হরিদাস। কেন?

মৃন্ময়ী। জানালায় সব লোহার গরাদে দেওয়া আছে, ওখান দিয়েতো আর চোর আস্‌তে পারে না।

হরিদাস। তা' হলে জানালা বন্ধ করিবার কথাটা তোমার তখন মনে উদয় হইয়াছিল?

মৃন্ময়ী। না।

হরিদাস। তবে চোর আসিবার কথাটা মনে হইল কেমন করিয়া?

মৃন্ময়ী। তাহাও কিছু মনে উদয় হয় নাই।

হরিদাস। তবে এখন তুমি এই সকল কথা বলিতেছ?

মৃন্ময়ী। তা' কেন। জানালায় লোহার গরাদে দেওয়া না থাকলে, যে সময় আমি ঘরে ও বাক্সে চাবি দিয়াছিলাম সেই সময় জানালা বন্ধ করিবার কথাও নিশ্চয় মনে পড়িত। আমার যে সম্বন্ধে কোন কথাই মনে উদয় হয় নাই।

হরিদাস। তুমি এখন যাইতে পার।

মৃন্ময়ী হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিবার আশায় ত্বরিতপদে প্রস্থান করিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

যখন মৃন্ময়ী চলিয়া গেল, তখন হরিমোহন বাবু হরিদাসের দিকে ফিরিয়া কহিলেন—"আপনার আর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে?"

হরিদাস গোয়েন্দা মৃদুহাসি হাসিয়া কহিলেন—"কেন আপনি বিরক্ত হইতেছেন না কি?"

হরিমোহন বাবু তাঁহার এই কথায় কথঞ্চিত লজ্জিত হইয়া উত্তর করিলেন—"না—না—তা' কেন? আমি আর একটা কথা ভাবিতে ছিলাম।"

হরিদাস। কি কথা?

হরিমোহন। আমি ভাবিতেছিলাম—এই—যে—আপনি—

সহজে সকল কথা হরিমোহন বাবুর মুখ হইতে বাহির হইতেছে না দেখিয়া, হরিদাস গোয়েন্দা কহিলেন—"আপনি আম্‌তা আম্‌তা করিতেছেন কেন? আমার নিকট কোন কথা লুকাইয়া আপনার লাভ নাই। বরং সকল কথা পরিষ্কার করিয়া বলিলে আপনার পক্ষেই ভাল। কি বলিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, স্বচ্ছন্দে বলিয়া ফেলুন।

তখন হরিমোহন বাবু কহিলেন—"না এমন কিছু নয়। তবে কি জানেন, আপনি এতক্ষণ আমার কন্যাকে যে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, তাহাতে আমার বোধ হইতেছিল, আপনি বৃথা সময় নষ্ট করিতেছেন।

হরিদাস। কেন আমার কথাগুলি কি আপনার বাজে কথা বলিয়া বোধ হইতেছিল?

হরিমোহন বাবু নিরুত্তর রহিলেন; কি উত্তর দিবেন স্থির করিতে পারিলেন না।

হরিদাস গোয়েন্দা তখন বলিলেন—"আর এ ঘরে আমার বিশেষ কোন কার্য্য নাই। আমি এখন বাটীর বাহিরে যাইতে ইচ্ছা করি।"

হরিমোহন। যে আজ্ঞা, কোন্ দিকে যাইতে চাহেন বলুন?

হরিদাস। ঐ যে জানালার বাহিরে একতলার ছাদ দেখা যাইতেছে, উহা কি আমার বলুন?

হরিমোহন। ওটী আমার রান্না বাড়ীর ছাদ। উহার বাম-দিকে চাকরদিগের মহল এবং দক্ষিণ দিকে দাসীগণের মহল।

হরিদাস। এক একটি মহলে কয়টি করিয়া ঘর আছে?

হরিমোহন। রান্না বাড়ীতে দুইটী বড় এবং দুইটী ছোট ঘর আছে।

হরিদাস। দুইটি বড় ঘরে কি হয়?

হরিমোহন। একটি নিরামিষ ও অপরটি আমিষ পাকশালা। দুই ঘরে দুইজন ব্রাহ্মণে রন্ধন করিয়া থাকে।

হরিদাস। ছোট দুইটি ঘরে কি হয়?

হরিমোহন। দুইটি ঘরে উক্ত দুইজন ব্রাহ্মণ শয়ন করে।

হরিদাস। ব্রাহ্মণেরা কি বাড়ীর ভিতর আসিয়া ভাত দিয়া যায়?

হরিমোহন। পুরুষগণকে দিয়া যায় বটে, কিন্তু স্ত্রীলোকগণের জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত।

হরিদাস। আপনাদের আহারাদি কোথায় হইয়া থাকে?

হরিমোহন। সকলেই একস্থানে আহার করেন না। পুরুষগণ বাহির মহলে এবং স্ত্রীগণ অন্তঃপুরে আহার করিয়া থাকেন।

হরিদাস। বাহির মহলে যে স্থানে পুরুষগণ আহার করিয়া থাকেন আমি সেই স্থানটি একবার দেখিতে ইচ্ছা করি।

হরিমোহন বাবু "যে আজ্ঞা" বলিয়া হরিদাস গোয়েন্দাকে লইয়া কুমুদীর ঘর হইতে বাহির হইলেন এবং পার্শ্ববর্ত্তী একটি গুঁড়ী পথ দিয়া বহির্ব্বাটীর আহার করিবার ঘরে উপস্থিত হইয়া কহি-লেন—"এই আমাদের খাবার ঘর।"

নবম পরিচ্ছেদ।

হরিদাস গোয়েন্দা দেখিলেন যে তিনি যে ঘরে উপস্থিত হইয়াছেন, তাহা ঠাকুর দালানের এক প্রান্তদেশ। ঠাকুর দালান গুলি সাধারণতঃ উচ্চ হইয়া থাকে; এমন কি, কাহারও চক্মিলান দ্বিতল কক্ষগুলির সহিত ঠাকুর দালান সমান উচ্চ করিয়া, ছাদ মিলান হয়। হরিমোহন বাবুর ঠাকুর দালানটিও উচ্চ—দ্বিতল ঘরগুলির সহিত সমান। বহির্ব্বাটীর চকবন্দী ঘরগুলির ছাদের সহিত ঠাকুর দালানের ছাদ সমান করিয়া নির্ম্মিত।

ঠাকুর দালানের দুই পার্শ্বে দুইটী দ্বিতলে হলঘর। সেই হলঘরের সম্মুখ দিয়া বহির্ব্বাটী ও ভিতরবাটীতে গমনাগমনের পথ। দালানের দুই পার্শ্বেই এইরূপ ব্যবস্থা। হরিদাস গোয়েন্দা সেই হলঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তাহার পশ্চিম দিকে একটা দ্বার খোলা রহিয়াছে। তৎক্ষণাৎ তিনি সেই দ্বার দিয়া বহির্গত হইয়া সম্মুখস্থিত বারাণ্ডায় দাঁড়াইলেন। দেখিলেন সেই টানা বারাণ্ডা, বরাবর সদরবাটী হইতে ভিতরবাটী পর্য্যন্ত যোগাযোগ রহিয়াছে। তিনি সেই বারাণ্ডা দিয়া বরাবর অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বারাণ্ডা খানিকটা দূর গিয়াই একটি একতল ছাদের সহিত মিশিয়া গেল।

হরিমোহন বাবু কহিলেন—"এইটী আমার চাকরদের মহল। নীচে যে ঘরগুলিতে আমার চাকরেরা থাকে, ইহা তাহারই ছাদ।"

হরিদাস। ইহার উপরে উঠিবার সিঁড়ী কৈ?

হরিমোহন। দাসদাসীগণের মহলে ছাদে উঠিবার সিঁড়ী নাই। দাসগণের [illegible] বাটীর অন্তঃপুরে যাইবার ও অধি-

বার জন্য স্বতন্ত্র পথ আছে। দাসীগণের মহল হইতে অন্তঃপুরে যাতায়াতের কোন উপায় নাই—অন্তঃপুরে তাহাদের প্রবেশ করিবার হুকুম নাই। তাহারা এই দিক দিয়া বাহির্বাটীতে যাতায়াতকরে।

এই বলিয়া হরিমোহন বাবু হরিদাস গোয়েন্দাকে নিম্নতলের দিকে একটী দ্বার নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইলেন।

হরিদাস। দাস দাসীগণের ও রান্নাবাড়ীর এই তিন মহলে কোন যোগাযোগ আছে?

হরিমোহন। না। তবে এই তিনটী মহলের বহির্দ্দেশ দিয়া, অর্থাৎ পুষ্করিণীর দিকে, সকলেরই এক একটা দরজা আছে। দাসীগণের ও অন্য মহলের ব্যবধানে পুষ্করিণীর দিকে লম্বা টানা পাঁচিল দেওয়া থাকাতে, আত্মীয় পরিজন সকলেই অন্তঃপুর হইতে সেই মহল দিয়া পুষ্করিণীতে যাতায়াত করিয়া থাকেন। এই কারণে দাসীগণের মহলের সহিত রান্নাবাড়ী ও দাসগণের মহলের সহিত কোন যোগাযোগ নাই। তবে রান্নাবাড়ী ও দাসগণের মহলের এতদুভয়েরই পুষ্করিণীর দিকে এক একটী দরজা থাকাতে একপ্রকার যোগাযোগ আছে বলা যাইতে পারে অর্থাৎ দাসগণের মহল হইতে পুষ্করিণীর দিকের দরজা দিয়া বাহির হইয়া রান্না বাড়ীতে প্রবেশ করা যায় এবং রান্নাবাড়ী হইতে দাসগণের মহলেও আসা যায়। আমার চাকরগণ সকলেই ঠিক বেলা একটার সময় রান্নাবাড়ীর দরদালানে পাত পাতিয়া বসে, আর ব্রাহ্মণগণ তাহাদিগকে অন্নব্যঞ্জন পরিবেশন করেন। আহার কার্য্য ব্যতীত দাসগণের সহিত রান্নাবাড়ীর আর কোন সম্পর্ক নাই। দাসীগণ অন্তঃপুরে আহার করে সুতরাং তাহাদের সহিতও ব্রাহ্মণগণের এবং দাসগণের মহলের সহিত কোন সম্পর্ক নাই।

হরিদাস। এই তিনটী মহলের ছাদে উঠিবার কি সিঁড়ী ঐ একটী মাত্র ?

হরিমোহন। হাঁ। দাসদাসীগণের মহল হইতে ছাদে উঠিবার সিঁড়ী নাই। কেবল পাকশালার মহল হইতে ছাদে উঠা যায়। ঐ সিঁড়ী দিয়া উঠিয়াই ব্রাহ্মণগণ বহির্ব্বাটীতে যে হলঘর দেখিয়া আসিয়াছেন, সেই ঘরে আহায্য বস্তু লইয়া গিয়া পরিবেশন করে।

দশম পরিচ্ছেদ।

হরিদাস গোয়েন্দা এইরূপ কথা কহিতে কহিতে ব্রাহ্মণগণের (অর্থাৎ পাকশালার) মহলের ছাদে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এদিক্ ওদিক চারিদিক দেখিয়া হরিদাস জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই দক্ষিণ দিকে আপনার অন্তঃপুরের মহল, কেমন ?"

হরিদাস। আজ্ঞা হাঁ।

হরিদাস। এইটী মৃন্ময়ীর ঘর, না ? এই ঘরেই আমরা এইমাত্র প্রবেশ করিয়াছিলাম, কেমন ?

হরিমোহন। আজ্ঞা হাঁ।

হরিদাস। চলুন, আমার কার্য্য শেষ হইয়াছে, আর আমার কিছু দেখিবার আবশ্যক নাই।

তখন তাঁহারা উভয়ে বহির্ব্বাটীর ঘরে আসিয়া বসিলেন।

হরিমোহন বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কিছু স্থির করিতে পারিয়াছেন কি ?"

হরিদাস। আপনার অলঙ্কার আশি পাওয়া যাইতে পারে। বোধ হয় আমি চোর ধরিতে পারিব।

হরিমোহন বাবু অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া কহিলেন—"আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আমার বোধ হইতেছিল, আপনি এতক্ষণ বৃথা কার্য্যে কালাতিপাত করিতেছেন।"

হরিদাস গোয়েন্দা মৃদু হাসি হাসিয়া কহিলেন—"গোয়েন্দাগণ বৃথা কার্য্যে সময় নষ্ট করে না, একথা আপনার মনে থাকা উচিত। সামান্য এক ফোঁটা রক্তের চিহ্ন দেখিয়া আমরা খুনী আসামী ধরিয়া থাকি; সামান্য একগাছি চুল দেখিয়া আমরা ডাকাতির সন্ধান করিতে পারি; কত সামান্য বিষয় হইতে আমরা আমাদের কার্য্যের সূত্র বাহির করিয়া লই।

হরিদাস আরও কি কথা বলিতেছিলেন কিন্তু হরিমোহন বাবু অধিকতর ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমার বাটীতে এদিক ওদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া আপনি এমন কি সূত্র পাইলেন, যাহাতে আপনি এতদূর আশা ভরসা করিতেছেন?"

হরিদাস। সে কথা আমি এখন আপনাকে কিছু বলিতে পারিতেছি না।

হরিমোহন। তবে আপনি এখন কি করিবেন?

হরিদাস। কি করিব, তাহাও আপনাকে আমি এখন কিছু বলিতে পারি না।

এই বলিয়া হরিদাস, হরিমোহন বাবুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

হরিমোহন বাবু হরিদাস গোয়েন্দার ভাবগতিক দেখিয়া কিছুই সিদ্ধান্ত করিতে পারিলেন না। হরিদাস গোয়েন্দার সুখ্যাতি, তিনি সংবাদ পত্রে অনেকবার পাঠ করিয়াছেন সুতরাং গোয়েন্দা আফিস হইতে তাঁহার কার্য্যে হরিদাস গোয়েন্দাকে পাঠাইতে বড় আনন্দ হইয়াছিল। এখন কি, তিনি স্থির করি-

য়াছিলেন যে হরিদাস গোয়েন্দা আসিবা মাত্রই অলঙ্কার রাশি বাহির করিতে পারিবেন; কিন্তু তিনি যখন বাটীতে উপস্থিত আত্মীয় স্বজনগণকে বিদায় দিতে বলিলেন এবং বাটির কোন ঘরে খানা-তল্লাসী না করিয়া চলিয়া গেলেন, তখন হরিমোহন বাবুর হরিদাসের কার্য্য-কলাপের উপর বিশেষ সন্দেহ হইল।

হরিমোহন বাবু ভাবিতে লাগিলেন, এ অবস্থায় আর কোন গোয়েন্দা নিযুক্ত করা উচিত কি না? অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি স্থির করিলেন, যখন এক জনের উপর নির্ভর করিয়াছেন তখন অন্য লোককে সে কার্য্যের ভার দিলে কার্য্যহানি হইবার সম্ভাবনা; বিশেষতঃ তাহাতে হরিদাস গোয়েন্দা বিরক্ত হইয়া তাঁহার কার্য্য পরিত্যাগ করিলেও করিতে পারেন সুতরাং বিশেষ বিবেচনা করিয়া হরিমোহন বাবু আর অন্য কোন বন্দোবস্ত করিতে সাহস করিলেন না।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

হরিদাস আপনার বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সন্ধ্যা না হইল, ততক্ষণ অন্য নানা প্রকার কার্য্য শেষ করিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বেই তিনি ছদ্মবেশ পরিধান করিয়া আবার হরিমোহন বাবুর বাটীতে উপস্থিত হইলেন। এবার আর তিনি হরিমোহন বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন নাই সুতরাং বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন না। বাটীর সম্মুখে রাস্তার ধারে একটি মুদীর দোকানে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

ছদ্মবেশী হরিদাস কি প্রকার ছদ্মবেশে এস্থানে আগমন

করিয়াছেন, তাহা জানিবার জন্য পাঠকগণের কৌতুহল জন্মিতে পারে। অতএব ছদ্মবেশের বর্ণনাটি এই স্থলে প্রকাশ করা উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করি। কিন্তু সে কথা বর্ণনা করিবার জন্য বিশেষ কোন ভূমিকা করিবার আবশ্যক নাই।

হরিদাস অতি দরিদ্রের বেশে. ছিন্ন ভিন্ন ও শতগ্রন্থি বিশিষ্ট মলিন বসনে, নিজদেহ আবরিত করিয়া. মুদীর দোকানে উপস্থিত। মুদী তাঁহাকে দেখিয়া প্রথমে মনে করিল একজন ভিক্ষুক ভিক্ষা লইতে আসিয়াছে। কিন্তু ভিক্ষুকেরা প্রাতেই ভিক্ষার্থ আগমন করে, সন্ধ্যার সময় তাহারা তো আসে না; সুতরাং মুদীর প্রথম সিদ্ধান্ত মনে মনেই মিলাইয়া গেল।

হরিদাস সাহসপূর্ব্বক মুদীর দোকানে প্রবেশ করিলেন। মুদী জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কি চাও গো?"

হরিদাস পুরো মেদিনীপুর জেলার লোকের কথা ও স্বর অনুকরণ করিয়া উত্তর দিলেন—"আমি এইখানে আমার একজন চেনা লোককে খুঁজ্‌ছি।"

মুদী। যাকে খুঁজ্‌ছো তার নাম কি?

হরিদাস কিয়ৎক্ষণ মাথা চুলকাইয়া, আমৃতা আমৃতা করিতে করিতে উত্তর দিলেন—"তাইতো—নামটা আমার ঠিক মনে আস্‌ছে না—"

মুদী বলিল—"তুমিতো আচ্ছা মেয়াকান্ত। নামটাও মনে নাই? আমরা কি হাত গুণে তোমার লোক কোথায় থাকে বলে দেব না কি?

হরিদাস, তাঁহার পরিচিত ব্যক্তির নামটী স্মরণ করিবার ছলে কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। প্রকৃত পক্ষে, তিনি যাহা চিন্তা করিতেছিলেন, তাহা মুদীর কল্পনাতীত।

এইরূপ ক্ষণকাল চিন্তার পর, হরিদাস কহিলেন—"না—নামটী আমার এখন কিছুতেই মনে আসিতেছে না। আমি এখন এইখানে একটু বসি—বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এই পয়সা নাও, আমায় দু'পয়সার জলপান দাও। জলপান খেতে খেতে যদি নামটী মনে পড়ে, তোমাদের বল্‌বো এখন। আর যদি একান্তই মনে না পড়ে, তা' হলে যেমুখে এসে ছিলেম, সেই মুখেই ফিরে যাব।"

মুদী ছদ্মবেশী হরিদাস গোয়েন্দার হস্তে দু'পয়সার জলপান দিয়া কহিল "আচ্ছা সেই ভাল। তুমি ঐখানটায় গিয়ে বসে জলপান খাওগে। খাওয়া হ'লে তোমায় জল দেবে এখন। আর ইতি মধ্যে রাস্তার দিকে ঠিক চেয়ে থেকো, যদি তোমার আলাপী লোক যায়, তাহ'লে তাকে ডাকতে পারবে এখন। তা'ছাড়া এখানেও অনেক লোকের যাতায়াত আছে, তাদের দিকেও নজর রেখো, যদি তার ভিতর তোমার চেনা লোক কেও বেড়িয়ে পড়ে।"

হরিদাস এ সকল কথার কোন উত্তর দিলেন না। তিনি মুদীর কথায় কেবল দুইচারি বার ঘাড় নাড়িয়া, জলপান খাইতে আরম্ভ করিলেন।

এমন সময়ে মুদীর দোকানে একজন ব্রাহ্মণ কি দ্রব্য ক্রয় করিতে আসিল। হরিদাস আড়নয়নে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

মুদী জিজ্ঞাসা করিল—"কি হে ভুতনাথ। তোমার বাবুর জিনিষের কিছু কিনারা হল?

ভুতনাথ এ দিক ওদিক চাহিয়া উত্তর করিল—"কৈ, কিনারা তো কিছু বুঝতে পারি না।"

মুদী। তোমার বাবু কি কর্‌ছেন?

ভূতনাথ। কি আর করবেন—শুনছি গোয়েন্দা লাগিয়েছেন।

হরিদাস বুঝিলেন, সে লোকটা হরিমোহন বাবুর নিয়োজিত ব্রাহ্মণ। সুতরাং তাহার কথাবার্ত্তায় তাঁহার কৌতুহল জন্মিল। কিন্তু পাছে তাঁহার অন্তরের ভাব কেহ জানিতে পারে, এইজন্য সে দিকে স্পষ্টতঃ কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া, ঘাড় হেঁট করিয়া জলপানে রত রহিলেন। তাঁহার সাজ গোজ, চাল চলন, আকার প্রকার সন্দর্শনে কাহারও সন্দেহ করিবার কিছুই ছিল না; কেহ সন্দেহও করিল না।

মুদী কহিল—"গোয়েন্দা লাগিয়ে আর কি হবে? আমি নিশ্চয় বল্‌তে পারি, বাড়ীর লোকের দ্বারাই এ কাজ হয়েছে।"

ভূতনাথ। বলতো ভাই! নইলে কি ঘরের ভিতর থেকে, অমন দামী জিনিষগুলো আস্‌মানে উড়ে গেল নাকি?

মুদী। আর এতো বড় আশ্চর্য্যের কথা! ঘরের ভিতর জিনিষ রেখে ঘরে চাবি দিয়ে চলে গেল, তার ভিতর থেকে কেমন করে চুরি কর্‌লে ভাই? এরকম ত কখন শুনি নি।

ভূতনাথ। শুধু কি তাই? আবার গহনাগুলো নাকি, বাবুর মেয়ে একটা বাক্সের ভিতর পূরে, চাবি দিয়ে, নীচে নেমে গিয়েছিলেন। একেবারে সে বাক্সকে বাক্স শুদ্ধ লোপাট! যেন ভোজবাজীর খেল্!

মুদী। চোরের বাহাদুরি আছে বটে! একবাড়ী লোক গিস্ গিস্ কর্‌ছে, তার ভিতর থেকে, তালাবন্দী দরজা খুলে মাল বার করে নিয়ে গিয়েছে, অথচ দরজায় চাবি দেওয়া তেম্‌নি রয়েছে। বড় আশ্চর্য্যের কথা, ভূতনাথ। যেন ভূতে সব কাজ সেরেছে।

ভূতনাথ। আর আমায় বল্‌লে কি হবে দাদা! আমারও তাক্ লেগে গেছে; এখন যেন সব অসম্ভব সম্ভব বলে বোধ হচ্ছে।

মুদী। আচ্ছা, ভূতনাথ! তোমার কারুর উপর সন্দেহ হয় না?

ভূতনাথ। সন্দেহ আর কার উপর করব বল? বাবুর বাড়ীর ভিতর তো কোন পুরুষ ঢুকতে পায় না—কারুর যাবার হুকুমও নাই? সব কড়াকড়ি বন্দোবস্ত? এর ভিতর থেকে কোন পুরুষ চোর গিয়ে যে এ কাজ কর্‌বে তা'তো আমার বিশ্বাসই হয় না। তবে যদি—

এই কথা বলিয়া ভূতনাথ একটু থামিয়া গেল। তারপর একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, কেহ তাহার কথায় কর্ণপাত করিতেছে কি না। হরিদাস গোয়েন্দা যেমন জলপান করিতে-ছিলেন, সেই ভাবেই নতমুখে আহার করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে সন্দেহ করিবার যদি কোন কারণ থাকিত, তাহা হইলেও বা একটা কথা ছিল, কিন্তু তাঁহার ছদ্মবেশ কেহই অনুমান করিতে পারে নাই বলিয়া, মুদী ও ভূতনাথের কথাবার্ত্তা সেই পূর্ব্ববৎই চলিতে লাগিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

ভূতনাথ যখন চারিদিক উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিতে পারিল যে, সেই সকল কথা শুনিবার জন্ত কেহই কৌতূহলা-ক্রান্ত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া নাই, তখন সে আবার বলিতে লাগিল—"কি জান ভায়া! বড় ঘরের বড় কথা! তুমি আমি সে কথা ক'য়ে কি ফাঁসী যা'ব? এই

জন্যে, সাবধান হ'য়ে কথা কইতে হয়; কি জানি যদি কেউ শুনেই ফেলে—"

বাধা দিয়া মুদী কহিল—"এ্যা! শুনলেতো বড় বয়েই গেল! এত টাকার গয়না চুরি গেছে, দেশ শুদ্ধ রাষ্ট্র হয়ে গেল—যার তার মুখে ঐ কথা শুনা যাচ্ছে, আর আমরা সেই কথা কইলেই বুঝি যত দোষ? আমরা তো আর চুরি করিনি'—তা'র ভয়টা কি?"

ভূতনাথ। তোমার আর ভয় কি? তুমিতো আর কারুর চাকর নও! ভয় যা' কিছু আমাদেরই—

মুদী। কেন? তোমাদেরই বা ভয় কিসের? দোষ থাকলে তো ভয় করবে, শুধু শুধু ভয় করবে কেন?

ভূতনাথ। ভয় নেই? তুমি কি বুঝবে বল? বাবুদের তো আর গুণে ঘাট নেই—বল্লেই হ'ল অমুক চুরি করেছে—

মুদী। এটা ভাই তোমার অন্যায় কথা। সকল বিষয়েরই একটা সম্ভব অসম্ভব আছে তো? অমনি যাহোক একটা বল্লেই তো আর হবে না—

এই প্রকার কথা হইতেছে, এমন সময়ে একজন দাসী তথায় আসিল। তাহাকে দেখিয়া মুদী সহসা চুপ করিল; ব্রাহ্মণ যে দ্রব্য ক্রয় করিতে আসিয়াছিল, তাহা লইয়া চলিয়া গেল। মুদী জিজ্ঞাসা করিল—"কি গো মঙ্গলা! গয়না-টয়না গুলোর কিছু সন্ধান হ'ল না?"

দাসী। কৈ আর হ'ল বল? সে কি আর মানুষে নিয়েছে—সন্ধান হবে।

মুদী হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"মানুষে নেয় নি' তো নিলে কে?"

দাসী। কি জানি বাছা! বাক্সে চাবি দেওয়া—ঘরে চাবি দেওয়া—গয়নাগুলো কি আর মন্তরে উড়ে গেল? ভূতে নিয়েছে! ভূতে নিয়েছে! এ কি মানুষের কর্ম্ম বাছা!

এইরূপ কথা বলিয়া, মঙ্গলা মুদীকে দুই তিনটী ভৌতিক গল্প শুনাইল। মুদী দাসীর কথা শুনিয়া অস্থির হইল। যখন মঙ্গলা দেখিল, তাহার মূল্যবান কথাগুলির কোন সুফল দর্শিল না, তখন সে বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেল। মুদীর তখনও হাসি থামিল না।

অনেকক্ষণ পরে হাসির বেগ একটু কমিয়া আসিলে পর মুদী হরিদাস গোয়েন্দার দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি হে তোমার জলপান খাওয়া হ'ল?

হরিদাস তখন ঘাড় তুলিয়া বলিলেন—"হাঁ ভাই! এইবার একটু জল দিতে বল। অনেকটা পথ ঘুরে ঘুরে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেম, তাই জিরিয়ে জিরিয়ে, দুটী চারটি করে জলপানগুলি খাচ্ছিলেম—"

হরিদাসের এই প্রকার কথা শুনিয়া মুদীর প্রাণে একটু দয়ার সঞ্চার হইল। সে বলিল—"আহা! বটে! বটে! তা' তুমি না হয় আর একটু বিশ্রাম কর। আমাদের এ দোকান রাত্তির দুপুর পর্য্যন্ত খোলা থাকে। তুমি স্বচ্ছন্দে ততক্ষণ বসে জিরোতে পার। আর এর মধ্যে যদি তোমার সেই চেনা লোকটাকে দেখতে পাও, তা'হলে ভালই হবে। আমার বোধ হয় তুমি ভুল করেছ। হয়তো এ পাড়ায় তোমার চেনা লোক কেউ নেই। নইলে আমার দোকানে কত লোক আসা যাওয়া করে—এই তোমার সামনেই কত লোক এল গেল—যদি সে লোক এ পাড়ায় হ'ত তা' হলে এতক্ষণ নিশ্চয় ... দেখতে

পেতে। তার নামটা কি তোমার এখনও মনে হ'ল না? যদি নামটা বলতে পারতে তা'হলে আমি তোমায় এখনি তার সন্ধান বলে দিতে পারতেম। তোমাদের দেশের লোকের মধ্যে আমি এখানকার প্রায় সকলকেই চিনি। তা'দের গোটাকতক নাম করব? তা'হলে যদি তোমার মনে হয়—

হরিদাস মুদীর কথায় বাধা দিয়া কহিলেন—"না থাক্, তার আর কাজ নেই। আর খানিকটা দূর গেলেই আমার আর এক জন আলাপী লোকের সঙ্গে দেখা হবে। আমি তার বাসায় আজ রাত্তিরে থাকবো। সেই আমায় সব ঠিক্‌ঠাক্ বলে দিতে পারবে।

এইরূপ কথা কহিতে কহিতে রাস্তায় একজন লোককে চলিয়া যাইতে দেখিয়া, তিনি সহসা উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

মুদী তাঁহাকে সহসা এইরূপ ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"ও কি! তুমি জল খেলে না? অমনি অমনি চলে যাচ্ছ যে?

হরিদাস গোয়েন্দা তখন একেবারে দোকানের সেই বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। মুদীর কথায় একটা উত্তর না দিলে, পাছে তাহার মনে কোন প্রকার সন্দেহ হয়, এই জন্য তিনি কহিলেন—"থাক, আমায় তত তেষ্টা পায় নি—আমি চল্লেম—কাল বোধ হয় আবার তোমাদের এ দিকে আসতে হ'বে—তখন কথা হ'বে এখন।"

এই বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন। মুদী তখন বিস্মিতের ন্যায় দোকানের আর একটা লোকের পানে চাহিয়া বলিল—"এ কি! লোকটা পাগল না কি?"

যে লোকটার দিকে চাহিয়া মুদী এই কথা বলিয়াছিল,

সে হরিদাসের জন্য এক ঘটি জল লইয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সেও তাহার এই অলৌকিক ব্যবহারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া উত্তর করিল—"আমিও তাই ভাবছি, লোকটা পাগল না কি?"

এই সময়ে দোকানের আর একজন লোক বলিল—"ওহে দেখ, এ দিক চেয়ে দেখ, লোকটা যে দু'পয়সার জলপান কিনেছিল, তার কিছুই খায়নি। সবই প্রায় এইখানে ছড়িয়ে ফেলে গিয়েছে।"

তখন দোকানে আর যে যে ছিল, সকলেই উঠিয়া সেই খানে দেখিতে আসিল। দেখিল, সত্য সত্যই লোকটা জলপান খাইবার ভাণ করিয়া বসিয়াছিল মাত্র, কিন্তু তাহার কিছুমাত্র আহার করে নাই। লোক দেখাইবার মত দুই এক 'বার গালে তুলিয়াছিল মাত্র, কিন্তু অধিকাংশই পার্শ্বদেশে ফেলিয়া দিয়াছে। তখনই সেই সকল লোকগুলির মধ্যে যে বয়োজ্যেষ্ঠ, সে বলিল—"এ লোকটা নিশ্চয়ই গোয়েন্দার চর! ও এখানে কাউকে খুঁজতে আসেনি'। ন্যাকামি করে বসেছিল, আর কে কি বলে তাই শুনছিল, এ আমি নিশ্চয় বলতে পারি।"

আর একজন বলিল—"ঠিক বলেছ ভাই! আমারও তাই বোধ হচ্ছে। গোয়েন্দার চর না হ'লে কি এমন সাফ এতগুলো লোকের চক্ষে ধুলো দিয়ে যেতে পারে?

একজন বলিল—"আচ্ছা ও যদি গোয়েন্দাই হবে, তা' হলে অমন করে সেজে আসবে কেন?"

"তা' না এলে লোকে টের পাবে। যে চোর সে সন্ধান পেলে সে সাবধান হয়ে যাবে। গোয়েন্দারা কত রকম সেজে বেড়ায় তা' তুই কি জানবি!"

"আচ্ছা ভাই! অমন মেদিনীপুরের লোকের মত কথা কইলে কেমন করে?"

"তা', গোয়েন্দারা সব পারে।"

"বাহাদুরি আছে, বলতে হবে!"

মুদীর দোকানের লোকগুলিতো এইরূপে ছদ্মবেশী হরিদাসের কথা লইয়া আন্দোলন করিতে থাকুক, ইতিমধ্যে হরিদাস কাহার সন্ধানে কোথায় গেলেন, কৌতূহলাক্রান্ত পাঠকগণের সন্তোষার্থে তাহা বিবৃত করা উচিত। কিন্তু সে কথা, তিনি নিজে যেরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন, সেইরূপ ভাবে লিখিত হইলেই পাঠকগণের পক্ষে, অধিকতর তৃপ্তিজনক হইবে, এই বিবেচনায়, পর পরিচ্ছেদে অবিকল তাঁহার মুখের কথাই উদ্ধৃত হইল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

(হরিদাসের কথা।)

"মুদীর দোকান হইতে সহসা নিষ্ক্রান্ত হইবার আমার বিশেষ কোন কারণ ছিল। কেন, কিসের জন্ত, কাহাকে দেখিয়া, আমি তত তাড়াতাড়ি দোকান হইতে প্রস্থান করিলাম, তাহা এ স্থলে বলিলে রস-ভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং সে বিষয়ে এখন নিরস্ত রহিলাম। পাঠকগণ তাহা ক্রমে জানিতে পারিবেন।

"কোন একটী লোককে, মুদীর দোকানের সম্মুখ দিয়া যাইতে

হইয়া পড়িয়াছিলাম। তাহার পিছনে পিছনে আমাকে অনেক দূর যাইতে হইয়াছিল। সিমলা, কাঁসারিপাড়া, চোর বাগান হইয়া সে লোকটী ক্রমাগতই অগ্রসর হইতে লাগিল। আমিও তাহাকে সহজে ছাড়িলাম না। ঠিক তাহার পশ্চাতে অথচ একটু দূরে রহিলাম। সে মাঝে মাঝে পিছন ফিরিয়া দেখিতে লাগিল কিন্তু আমি যে তাহার পিছু লইয়াছি, তাহা বোধ হয় অনুভব করিতে পারিল না।

"তখন রাত্রি প্রায় নয়টা বাজিয়া গিয়াছে, রাস্তায় বহু সংখ্যক লোকের যাতায়াত প্রায় কমিয়া আসিয়াছে। তথাপিও অতি সাবধানে অতি সন্তর্পণে আমি সেই লোকটীর পিছু পিছু যাইতে লাগিলাম। চোরবাগানের মোড় ছাড়াইয়া সে বাঁশতলার গলির ভিতর প্রবেশ করিল। সঙ্গে সঙ্গে আমিও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই দেখিলাম, রাস্তায় একজন লোকের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে, পথিমধ্যে সেই লোকটী দণ্ডায়মান হইয়া, তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল। আমি ভাবিলাম, যদি সে অবস্থায় আমিও দণ্ডায়মান হই, তাহা হইলে আমার কার্য্যকলাপের উপর সে সন্দেহ করিতে পারে। অন্ততঃ বুঝিতে পারে যে, আমি তাহার পিছু লইয়াছি। কাজে কাজেই আর কোন উপায়ান্তর না দেখিয়া, আমিও অগ্রসর হইলাম। যাইবার সময় শুনিলাম, সে বলিতেছে "পাগল আর কি?"

"এ কথা শুনিয়া, তাহাদিগের কি কথাবার্ত্তা হইতেছিল, তাহা ঠিক অনুমান করা গেল না। আমি যখন তাহাদিগকে ছাড়াইয়া খানিকটা দূরে চলিয়া গিয়াছি, তখন তাহারা ছাড়াছাড়ি হইল। আমি যাহার পিছু লইয়াছিলাম, সে সম্মুখস্থ গলির ভিতর প্রবেশ করিল আর অপর লোকটী আমি যেখানে

দাঁড়াইয়াছিলাম সেই দিকে আসিতে লাগিল। তাহাকে দেখিয়া আমি নিকটস্থ একটা অন্ধকার গলির মধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম। সে লোকটী গলি পার হইয়া চলিয়া গেলে পর, আমি ছদ্ম-বেশ পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিলাম। যে শতগ্রন্থি মলিন বসন পরিধান করিয়া ছিলাম, তাহার অভ্যন্তরে মালকোচ্চা মারা ভাল কাপড় পরা ছিল। সেই কাপড়ের ভিতর এক জোড়া হাল্‌কা তালতলার চটীও ছিল। কোমরে চাদর জড়াইয়া রাখিয়া ছিলাম। একটা পাতলা (সুইস) কাপড়ের জামাও সেই চাদরের সহিত ভাঁজ করা ছিল। গোয়েন্দা-গিরি করিতে গেলে, কখন কি আবশ্যক হয়, তাহাতো বলা যায় না, সুতরাং পূর্ব্ব হইতেই এই প্রকার আয়োজন করিয়া, আমার বাটী হইতে বহির্গত হইতে হইয়াছিল।

"দুই চারি মুহূর্ত্তের মধ্যে, মেদিনীপুরের চাষা জংলী, এক জন ফিট্ বাবুতে পরিণত হইল! আর তখন আমাকে চিনি-বার উপায় নাই। এমন কি যে মুদীর দোকানে বসিয়া কিছু-ক্ষণ পূর্ব্বে জলপান লইয়া আহার করিতেছিলাম, সেও আমায় দেখিলে আর চিনিতে পারিত কি না সন্দেহ। মুখে হাতে, পায়ে একটু বিলাতী রং মাখানও ছিল, তাহাও সেই ছিন্ন-ভিন্ন বসনে মুছিলাম। দুই হাত দিয়া, মাথার চুলে চিরুণী করণের কার্য্য সারিয়া লইলাম।

"আমি যে স্থলে দণ্ডায়মান ছিলাম, তাহা একজন খোট্টার বাটীর পশ্চিমদিক। সে গলির দিকে একটা জানালার খিলানের ভিতর সেই শতগ্রন্থিপূর্ণ ছিন্ন-ভিন্ন বসনগুলি রাখিয়া, আমি পুনরায় বহির্গত হইলাম।

"এই বসন-ভূষণ পরিবর্ত্তনের কথাটা বর্ণনা করিতে যতক্ষণ

সময় লাগিল, প্রকৃত কার্য্যে তাহার শতাংশের একাংশও সময় লাগে নাই।”

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

“দুই চারি মুহূর্ত্তের পরেই আমি সেই গুপ্তস্থান হইতে বহির্গত হইয়া (আমি যাহার পিছু লইয়াছিলাম সে যে গলিতে প্রবেশ করিয়াছিল) সেই গলিতে প্রবেশ করিলাম। কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না।

“গলিটার মধ্যে, স্থানে স্থানে দু'একটা তেলের আলো জ্বলিতেছিল; সেই আলোকে যতদূর সম্ভব দেখিলাম কিন্তু কাহাকেও পাইলাম না। একটা বাড়ীর বহির্দ্দেশের কক্ষে মিটি মিটি প্রদীপ জ্বলিতেছিল, আর সেই আলোকের সম্মুখে বসিয়া দুই জন লোক কথা কহিতেছিল। আমি তদ্দর্শনে গবাক্ষের ফাঁক দিয়া যেমন দেখিতে যাইব, অমনি পশ্চাদ্দিক হইতে সহসা একজন আমার মুখ টিপিয়া ধরিল; আর এক জন একখানা চাদরে আমার মুখ চোখ বাঁধিয়া ফেলিল। আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও তাহাদের হাত ছাড়াইতে পারিলাম না। বোধ হইল, দুইজনে আমার হস্ত আর দুইজনে আমার পা' ধরিয়াছে। উপায়ান্তর না দেখিয়া আমি নিরস্ত হইলাম। তাহারা আমায় শূন্যে শূন্যে (ছেলেবেলায় দুষ্ট ছাত্রকে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় যেরূপ চ্যাংদোলা করিয়া লইয়া যায়, সেইরূপ) লইয়া চলিল। আমার নিশ্বাস-প্রশ্বাস প্রায় বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল, অথচ আমি কিছু বলিতে পারিতেছিলাম না। আমার ছটফটানি দেখিয়া তাহাদের মধ্যে একজনের বোধ হয়, দয়া

হইল, সে আমার মুখের বাঁধন টানিয়া একটু আল্‌গা করিয়া দেওয়াতে, নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিলাম। অনেক বিপদে পড়িয়াছি কিন্তু এরূপ অসহায় অবস্থা কখনও ঘটে নাই। তাহারা আমায় বহন করিয়া সেই অন্ধকার গলির ভিতর কিয়দ্দূরে লইয়া গিয়া, একটা বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল। একজন বলিল, "ওরে, আমার সেই বড় ভুজিয়ালী (-ছোরা) খানা নিয়ে আয়তো। আজ এ বেটার পেট হাসিয়ে দেব।"

এই কথা শুনিবামাত্রই আমি শিহরিয়া উঠিলাম। কিন্তু বিপদে ধৈর্য্য ধারণ করা আমার স্বভাব, সুতরাং অধীর না হইয়া স্থিরভাবে রহিলাম। মুটেরা মালের বস্তা নামাইতে হইলে, যেমন ধপাস্ করে ফেলিয়া দেয়, তাহারাও সেই প্রকার আমার দেহটীকে মমতা শূন্য হইয়া ধপাস্ করিয়া একটা ঘরের মেজের উপর ফেলিয়া দিল। আমার শরীরে তাহাতে দারুণ আঘাত লাগিল বটে, কিন্তু অতি কষ্টে তাহা সহ্য করিলাম। তাহারা আমায় স্থিরভাবে পড়িতে দেখিয়া বিস্মিত হইল। একজন বলিল—"ও কিরে! ব্যাটা যে নড়ন চড়ন রহিত! অক্কা পেলে না কি?"

আর একজন উত্তর করিল—"তা' হতে পারে, তুই যে করে মুখ বেঁধেছিলি, হয়তো দম আটকে মরে গিয়েছে।"

আমি ভাবিলাম, এ অবস্থায় এ সুযোগ মন্দ নয়। স্থির করিলাম—"যদি ইহারা আমার মৃত্যু হইয়াছে কি না দেখিতে আসে, তাহা হইলে এমন ভাবে নিশ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ করিয়া থাকিব যে, ইহারা আমার মৃত বলিয়াই স্থির করিবে।"

তাহাদের মধ্যে দুই একজন আমায় দেখিতে ... আমি কাষ্ঠপানা হইয়া পড়িয়া রহিলাম। একজন একটী

সলাই জ্বালিয়া আমার মুখের কাছে ধরিল, আর একজন বুকে ও নাকে হাত দিয়া দেখিল। সকলেই তখন সিদ্ধান্ত করিল, আমার মৃত্যু হইয়াছে।

যাহাকে ছোরা আনিতে বলা হইয়াছিল, সে সেই সময় আসিয়া পঁহুছিল। একজন বলিল—"আর ছোরার দরকার নেই। অমনি অমনি ব্যাটা কৃষ্ণ পেয়েছে! এখন এর একটা উপায় কি করা যায় বল্ দেখি?"

সে লোকটা প্রথমে তাহাদিগের কথায় বিশ্বাস করিল না সে একটী দিয়াসলাইয়ের কাটী জ্বালিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করিল।

তাহার দেখা শেষ হইলে দলের একজন জিজ্ঞাসা করিল— "দেখা সাক্ষাৎ জ্যান্ত মানুষটাকে খুন করে ফেলা গেল— এখন উপায়?"

"আচ্ছা লোকটা কে বল দেখি?"

"ও এক বেটা গোয়েন্দা না হয়ে আর যায় না! বাম্‌নাটা বল্‌ছিল না, যে একটা গোয়েন্দা তার পিছু নিয়েছে।"

"তা' ও যদি অন্য লোক হয়। আহা! তা' হলে একটা নির্দ্দোষী মানুষকে খুন করে ফেলা হয়েছে।"

"আহা! তোমার আর অত দয়ায় কাজ নেই।"

"না, তা' বল্‌ছি না। তবে কি জান, ও যদি সেই গোয়েন্দা না হয়—তা' হলে—"

"তা'হলে—তা'হলে—তা'হলে আর হবে' টা' কি? ও অমন করে উঁকি ঝুঁকি মার্‌ছিল কেন? ওর দোষেই ও মরেছে—"

"আর এই যে ছোরা নিয়ে পেটটা হাসিয়ে দেবে বল্‌ছিলে?"

"আর বল্লেনইবা। কর্‌তুম কিনা, তা' তুই কি করে জানলি ?"

"না তা' তোমার সে গুণে ঘাট নাই। পেট হাঁসিয়ে নাড়ী ভুঁড়ী বার করে দিতে তুমি খুব মজবুত। এই ক'দিনের ভিতর প্রায় পাঁচ ছ'টা পাচার করলে।"

"যাক্ সে কথা যাগ্—এখন কি করা যায় বল ?"

"যা' বরাবর করে আস্‌ছ তাই করবে। ওর আর জিজ্ঞাসা করছ কি ?"

"একবার বাম্‌নাটাকে জিজ্ঞেস্ করলে হয় না ?"

"সে তো এসেই বলেছে একজন লোক তার পিছু নিয়েছে।"

"তবু একবার তাকে ডেকেই দেখ না ? অন্ততঃ এই লোকটাই তার পিছু নিয়েছিল কি না, জানা যাবে এখন।"

তাহারা ভিন্ন ভিন্ন জনে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন কথা কহিতে লাগিল। আমি কাহাকেও চিনিতাম না, সুতরাং কাহারই নাম দিতে পারিলাম না।

আমার বোধ হইল তাহারা গুণ্ডা। লোকের নিকট অর্থ লইয়া, তাহার হুকুম মত কাজ করে। তাহাতে প্রাণের মায়া দয়া রাখে না। আমি কি করিয়া এইরূপ মায়া-মমতা হীন নরপিশাচগণের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইব, তাহার কোন উপায় স্থির করিতে পারিলাম না। আসন্ন বিপদ বুঝিয়াও ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া রহিলাম; কিন্তু প্রাণে বড় ভয় হইতে লাগিল। কি জানি যদি এই অসহায় অবস্থায় এক ঘা ছোরা বসাইয়া দেয়।

অনেক তর্ক-বিতর্কের পর তাহারা "বাম্‌নাটাকেই" ডাকা সাব্যস্ত করিল। আমি যেমন চুপ করিয়াছিলাম, সেই রকমই রহিলাম। একজন একটা প্রদীপ আনিতে ও আর একজন "বাম্‌নাটাকে" ডাকিতে গেল।

দশম পরিচ্ছেদ।

আমি জানিতাম, আমি যাহার পিছু লইয়াছিলাম সে যদি সেই "বাম্‌না" হয়, তাহা হইলে কখনই আমায় চিনিতে পারিবে না। কারণ সে আমায় যে ভাবে ও যে প্রকার শতগ্রন্থি-বিশিষ্ট মলিন বসন পরিধৃত দেখিয়াছিল এখন সে সমস্তই বিলুপ্ত হইয়াছে। তাহার চিহ্নমাত্রও নাই। সুতরাং তাহার পক্ষে আমায় চিনিয়া লওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব।

যাহা হউক, সে ত আমায় চিনিতে পারিবে না কিন্তু "এই সকল নরপিশাচগণের হস্ত হইতে কি প্রকারে উদ্ধার প্রাপ্ত হই" তাহাই আমার তখন বিশেষ চিন্তার কারণ হইল। প্রত্যুৎপন্নমতি, সাহস, অধ্যবসায় ও ধৈর্য্যশক্তি আমার যথেষ্ট ছিল, কিন্তু এতগুলি লোকের হস্ত হইতে পলায়ন করাও বড় সহজ কথা নয়। অতএব কি করিব, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম।

ইতি মধ্যে একটা লোক, একটী প্রদীপ লইয়া আসিল এবং বোধ হইল তাহার সঙ্গে সঙ্গে আর একটী লোকও প্রবেশ করিল। একজন জিজ্ঞাসা করিল—"কৈ দেখি? আমি দেখিলেই ঠিক বলিতে পারিব।"

এই কথা বলিয়া সে আমার নিকটবর্ত্তী হইল। সঙ্গে সঙ্গে আরও চারি পাঁচজন আসিল। সে বলিল—"না, এ কখনই নয়। এ তোরা কাকে খুন্ করেছিস্? এ একজন অপর লোক। আহা, একে কেন মারলি—"

"থাক তোমার আর দুঃখের কান্না কাঁদতে হবে না। যা' করে ফেলেছি, তা'রতো আর কোন উপায় নাই। তার পরে বিহিত করা যাবে।"

আমি বুঝিলাম, সে লোকটা তাহাদের কথিত সেই "বাম্‌-নাই" বটে। আমাকে সে চিনিতে পারিল না সুতরাং বিনা বাক্য-ব্যয়ে ফিরিয়া গেল।

মুদীর দোকানে হরিমোহন বাবুর পাচক ব্রাহ্মণ যেরূপভাবে অলঙ্কার অপহরণের কথা কহিতেছিল, তাহাতে তাহার উপর আমার সন্দেহ হয়। সে সন্দেহের কারণ যে কেবল তাহার কথাবার্তা শুনিয়াই জন্মিয়াছিল, তাহা নহে। তাহার উপর সন্দেহ হইবার অন্য কারণও ছিল। হরিমোহন বাবুর বাটীতে আমি এমন কোন সূত্র পাইয়াছিলাম যাহাতে আমার পাচক ব্রাহ্মণগণের উপর সন্দেহ হইতে পারে। সে সূত্রটী কি, তাহা এখন বলিব না। তবে এ কথা বলাতে আপাততঃ বোধ হয় এই অত্যাশ্চর্য্য অলঙ্কার অপহরণের বৃত্তান্তের গল্পাংশের কোন রস ভঙ্গ হইবে না যে, আমি সেই সূত্র-বলেই প্রথম হইতেই কি প্রথায় এবং কাহার দ্বারা বহুমূল্য অলঙ্কার রাশি অপহৃত হইয়াছিল, তাহা সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছিলাম।

পাচক ব্রাহ্মণ মুদীর দোকানে কথা কহিতে কহিতে মঙ্গলা দাসীকে দেখিয়া সরিয়া যায়। কিয়ৎক্ষণ পরেই তাহাকে তাহার অবস্থাপযোগী কিটকাট্ বাবু সাজিয়া ত্বরিতপদে মুদীর দোকানের সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতে দেখিয়া, আমি তাহার অনুগামী হই। তারপর যে যে ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা পাঠকগণ সমস্তই জানেন। এই "বামনাই" সেই ব্রাহ্মণ।

* * *

"বাম্‌না" চলিয়া গেল, গুণ্ডাগণ আমায় 'বিহিত' করিতে বলিল।

একজন বলিল—"লাস রাস্তায় ফেলিয়া যাও।"

আর একজন উত্তর করিল—"সুবিধার কথা নয়! এ ইংরেজের রাজত্ব!"

"তা' বয়েই গেল? কে খুন করেছে তা' কে জানে?"

"কাজ কি বাবা, অত গোলমালে! সাদা সিদেয় কাজ রক্ষা কর না।"

"না—খবরদার! রক্তারক্তিতে কাজ নেই! যখন এ কাজে গোয়েন্দা লেগেছে, তখন এর চিহ্নমাত্র রাখা হবে না। কি জানি, কিসে কি হয়।"

তার পর তাহারা চুপি চুপি কি পরামর্শ করিল, আমি ভাল শুনিতে পাইলাম না। তবে যে দু' একটা কথা আমার কাণে গিয়াছিল, তাহাতেই বুঝিলাম, তাঁহারা আমায় সেই বাটীর ভিতরকার পাৎকুয়ায় ফেলিয়া দিবে।

একজন বলিল—"তবে এখন এই রকমই থাক্। রাত্রি একটার সময় সে কাজ হবে এখন। এখন ওখানে "বাম্‌নাটা" কি রকম ভাগ বাঁটরা করেছে দেখা যাক্ চল। তেমন দু' পয়সা না পাওয়া যায়, তাহলে তাকেও—"

সকলেই তাহাতে সন্তুষ্ট হইল এবং একে একে সেই কক্ষ হইতে নিক্রান্ত হইয়া চলিয়া গেল। তাহারা চলিয়া গেলে, আমিও বাহির হইলাম।

আমি দেখিলাম, তাহারা খানিকটা দূর গিয়া একটা বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। আমি আর সে বাটীর দিকে না গিয়া সেই গলির ভিন্ন দিক দিয়া বড় রাস্তায় বাহির হইলাম। সম্মুখেই একজন খাঁটীর পাহারাওয়ালা দণ্ডায়মান ছিল, তাহাকে ডাকিয়া একটু আড়ালে লইয়া গিয়া সমস্ত কথা সংক্ষেপে বলিলাম এবং আত্মপরিচয় প্রদান করিলাম। সে বড় বড় দুই

চারিটী সেলাম বাজাইয়া হুকুম প্রার্থনা করিল। আমি তাহাকে আবশ্যকমত উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক ত্বরিতপদে অপর রাস্তায় গিয়া ঘুরিয়া যে স্থলে আমার ছিন্ন ভিন্ন মলিন বসন লুকান ছিল, সেইখানে ফিরিয়া আসিলাম। তথায় দুইটী ছোট পিস্তলও লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম। বিশেষ কোন আবশ্যক হইবে না ভাবিয়া লইয়া যাই নাই। এখন তাহার প্রয়োজন হওয়াতে দুই হস্তে দুইটী গ্রহণ করিয়া পাহারাওয়ালাগণের আগমন প্রতীক্ষায় অন্ধকারে লুক্কায়িতভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

পনের বা কুড়ি মিনিটের মধ্যেই ছদ্মবেশী পাহারাওয়ালাগণ একে অসম্বদ্ধভাবে, রাস্তায় সাধারণ লোকের মত চলিয়া যাইতে লাগিল। আমি তাহাদিগের একজনকে দেখিবামাত্রই বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, দলবল সমেত তাহারা উপস্থিত হইয়াছে। আর অপেক্ষা করিবার কোন আবশ্যক দেখিলাম না বলিয়া, পিস্তল দুইটী চাদরে জড়াইয়া কোমরে রাখিলাম। তার পরেই গুপ্ত স্থান হইতে বহির্গত হইয়া, সেই গলিতে প্রবেশ করিলাম।

দেখিলাম, যেরূপ উপদেশ দিয়াছিলাম, পাহারাওয়ালাগণ ঠিক সেইরূপ কার্য্য করিতেছে। আমাকে গলিতে প্রবেশ করিতে দেখিয়া কেহ কিছু বলিল না কিন্তু আমার সম্মুখ দিয়া আর একজন গলি হইতে বহির্গত হইবামাত্রই একজন ছদ্মবেশী পাহারাওয়ালা তাহার পিছু লইল।

* * *

আর মুহূর্ত্তমাত্র অপেক্ষা না করিয়া, যে বাটীতে আমার আক্র-মণকারীগণকে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছিলাম, সেই বাটীতে একাকী প্রবেশ করিলাম। সহসা এক ধাক্কা মারিয়া দ্বার উন্মোচন করিয়া দেখিবামাত্রই, যে কয়জন [illegible] মুখোমুখি করিয়া বসিয়াছিল

তাহারা সকলেই আমার দিকে চাহিল। দুই একজন অলঙ্কারগুলি সরাইয়া ফেলিবার উপক্রম করিল। আমি তদ্দর্শনে কঠোর স্বরে কহিলাম—"খবরদার! একখানি গয়নাতেও হাত দিও না।"

আমাকে একক দেখিয়া দুই চারি জন লাঠি সোঁটা ও ছোরা ছুরি লইয়া ভীষণ মূর্ত্তিতে উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিবামাত্র, আমি কটিদেশ হইতে দুই হস্তে দুইটী পিস্তল বাহির করিয়া ফাঁকা আওয়াজ করিলাম। যে যে উঠিবার চেষ্টা করিতেছিল, মৃত্যু-ভয়ে ভীত হইয়া তাহারা বসিয়া পড়িল।

একজন জিজ্ঞাসা করিল—"কে তুই?"

আমি উত্তর করিলাম—"তোমার বড় কুটুম্ব, তোমায় অপ্যায়িত করতে আর ভাই ফোঁটার নিমন্ত্রণ করতে এসেছি।"

ইতিমধ্যে ইন্‌স্পেক্টার সাহেব দল বল সমেত উপস্থিত হইলেন।

আমি পুনরায় পিস্তল উঠাইয়া বলিলাম—"খবরদার! যে একটু নড়্‌বে-চড়্‌বে, এখনি তার প্রাণ যাবে।" পিস্তলের আওয়াজ শুনিয়া আর পুলিশের দলবল দেখিয়া সকলেই হতভম্ব হইয়া গেল।

আমার ইঙ্গিত মত, দুই দুই জন পাহারাওয়ালা, এক এক জন লোকের উপর লাফাইয়া পড়িল। অতি সহজেই সে ঘরে যে কয় জন বসিয়াছিল, তাহারা বন্দী হইল। বোধ হয়, তাহারা দুই এক মুহূর্ত্ত ভাবিবার সময় পাইলে, এত সহজে ধরা দিত না। অন্ততঃ পুলিশের হাত হইতে আত্মরক্ষার্থ একবার প্রাণপণে চেষ্টা করিত।

যখন সকলের হাতে হাতকড়ি পড়িল, তখন বজ্রগম্ভীর স্বরে চোখ মুখ রাঙাইয়া আমি সেই পাচক ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলাম "এ ছাড়া আর কোন অলঙ্কার আছে?"

সে এখনো আমার কথার উত্তর দিল না। তার পর ইন্সে

ষ্টার সাহেবের রুলের গুঁতো বড় মিষ্ট লাগাতে, কাঁদ কাঁদ স্বরে কহিল—"না।"

অলঙ্কারগুলি বাক্সবন্দী করিয়া চাবি দিয়া আমি তাহা নিজ হস্তে লইলাম। বন্দিগণকে চালান দিবার ও অন্য কার্য্যের ভার ইন্‌স্পেক্‌টার মহাশয়ের উপর দিয়া আমি গলির মোড়ে আসিয়া একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া একেবারে হরিমোহন বাবুর বাটীতে উপস্থিত হইলাম। অলঙ্কারগুলি পাইয়া হরি-মোহন বাবু যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইলেন এবং সমস্ত গহনা তাহাতে আছে কি না জানিবার জন্য বাক্সসমেত বাড়ীর ভিতর লইয়া গেলেন।

অল্পক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিলা বলিলেন, সমস্ত গহনাই পাওয়া গিয়াছে, কিছুই খোয়া যায় নাই।

তখন আমি তাঁহাকে সমস্ত ঘটনা বলিলাম। তিনি তাহা শ্রবণে কখনও পুলকিত, কখনও বিস্মিত এবং কখনও বা শিহরিত হইতে লাগিলেন। শেষে বলিলেন—"সার্থক আপনাদের বুদ্ধিবল! সামান্য একটী বাঁশ দেখিয়া আপনি এই সমস্ত পূর্ব্ব হইতেই অনুমান করিয়াছিলেন।"

হরিমোহন বাবুর বাটীর অবস্থা ও মৃন্ময়ীর ঘর দেখিয়া এবং সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া, কেমন করিয়া অলঙ্কার চুরি হইল, তাহা অনুমান করা বড়ই দুঃসাধ্য। আমি প্রথমে মনে করিয়াছিলাম যে ঐ সমস্ত অলঙ্কার হরিমোহন বাবুর কোন আত্মীয়া স্ত্রীলোক কিম্বা দাসীগণের মধ্যেই কেহ অপহরণ করিয়াছে। কিন্তু মৃন্ময়ীর ঘরের উন্মুক্ত বাতায়ন পথে দণ্ডায়মান হইয়া যখন আমি হরিমোহন বাবুকে পুষ্করিণীর কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, সেই সময়েই আমি প্রকৃত সূত্র অবগত হই।

আমি দেখিতে পাই, মৃন্ময়ীর ঘরের পার্শ্বে একটী একতলা ছাদের উপর একটী সরু বাঁশ পড়িয়াছে। তখনই আমার মনে ইহা উদয় হয় যে সেই বাঁশটী জানালার গরাদের ভিতর গলাইয়া, কক্ষভ্যন্তরস্থ বাক্সের কড়ায় পরাইয়া দিয়া, তাহা উঠাইয়া জানালার বার অবধি আনা যায় কিনা এবং তারপর সেই বাক্স কাত করিয়া জানালার ভিতর হইতে বাহির করিয়া লওয়া সম্ভব কি না। বাক্সটির খাড়াই (উচ্চতা) কতটুকু তাহা জানিবার জন্য হরিমোহন বাবুর নিকট হইতে সেইরূপ আর একটী বাক্স দেখিতে চাই এবং সেই বাক্স দেখিয়াই আমি বুঝিতে পারি যে উহা অনায়াসে জানালার গরাদের ভিতর হইতে গলাইয়া লওয়া যাইতে পারে। তারপর হরিমোহন বাবুর সঙ্গে পাকশালার ছাদে গিয়া আমি যখন দেখিলাম যে, সে ছাদে আর জন-প্রাণীরও আসবার সম্ভাবনা নাই, তখন স্থিরসিদ্ধান্ত করি যে, পাচক ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কেহই তাহা অপহরণ করে নাই। তারপর যাহা যাহা ঘটিয়াছে তাহা পাঠকবর্গ অবগত আছেন।

এইরূপ একটী সামান্য সূত্র হইতে আমি এই অত্যাশ্চর্য্য অলঙ্কার অপহরণ বৃত্তান্তের ও "দিনে-ডাকাতির" সমাধা করি।

